দীক্ষাতত্ত্ব প্রকাশিকা।

অর্থাৎ

শ্রীহরিভক্তিবিলাস, প্রাণতোষণী তন্ত্রসার ও
অন্যান্য স্মৃতি শ্রুতি ও তন্ত্র সংগ্রহাদি-
ধৃত প্রমাণসম্বলিত

দীক্ষাবিষয়ক গ্রন্থ।

শ্রীগোকুলচন্দ্র গোস্বামি সঙ্কলিত
ও প্রকাশিত।

কলিকাতা,
১১৩ নং গ্রে-ষ্ট্রীট্,—নিউমুন্ প্রেসে,
শ্রীঅধরচন্দ্র হাজরা দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৯৬ সাল।

বিজ্ঞাপন।

আমাদের দেশে আর্য্য ধর্ম্মাবলম্বিদিগের মধ্যে অনাদিকাল হইতে গুরু শিষ্য প্রণালী বেদাদি শাস্ত্রানুসারে চলিয়া আসিতেছে। বিশেষতঃ এই কলিযুগে গুরু করণ, ও দীক্ষাপদ্ধতি তন্ত্র শাস্ত্রানুসারেই প্রচুররূপে হইয়া থাকে। এই শাস্ত্রে শৈব শাক্ত সৌর গাণপত্য ও বৈষ্ণব এই পঞ্চোপাসক ভেদে মন্ত্র দীক্ষাদি হইতেছে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, কাল প্রভাবেই হউক আর অন্য কোন কারণ বশতই হউক, ক্রমশঃ ঐশবিষয়ে শ্রদ্ধার খর্ব্বতা হওয়ায় শাস্ত্রীয় মার্গ প্রায় লুপ্ত হইতেছে বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয়না। আরও এক আক্ষেপের বিষয়। গুরু শিষ্যপ্রণালী একটি ব্যবহার কার্য্য বলিয়া অনেকেই মনে করিয়া থাকেন, সকলেই পূর্ব্ব হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া আসিতেছে, তাই আমাদেরও কর্ত্তব্য। কিন্তু কি প্রণালীতে গুরু স্বীকার ও কি প্রণালীতে শিষ্য হওয়া উচিত, এবং মন্ত্র গ্রহণটাই বা কি জন্য ইহার বিশেষ কারণ ও ফল অনুসন্ধান না করিয়াই অন্ধ পরম্পরাক্রমে, গুরুরাও মনে করেন আমাদের ব্যবসা, ও শিষ্য ও মনে করেন একটা করিতে হয় করিলাম। এই-রূপে ঘোর অনিষ্ট উৎপাদন হইতেছে। অর্থাৎ গুরুও গুরুর ন্যায় আচরণ করিতে পারেন্ না, শিষ্য ও শিষ্যবৎ ব্যবহার করেনা। কিন্তু দীক্ষা ও মন্ত্র কিম্বা উপদেশ গুরু আচার্য্য দেশিক শিষ্য এই সকল শব্দার্থ গুলি বিচার করিয়া দেখিলে এই কার্য্যটী কেবল তত্ত্বজ্ঞান মাত্রে পর্য্যবসিত হয়। ইহা

একটা কেবল কৌলিক আচার ব্যবহার মাত্র নহে। ইহা বিলক্ষণ জানিতে পারিবেন। এমত ঈশ্বর পথ সামান্য ভাবে এমন কণ্টকাকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহা বর্ণনাতীত। অতএব আমি কএকটী আত্মীয় হিতাকাঙ্ক্ষী মহাত্মার প্রোৎসাহে এই বিষয়ে প্রবৃত্ত হইলাম। বলিতে পারিনা কতদূর কৃতকার্য্য হইব। ফলতঃ ইহাও বিশ্বাস আছে। আজকাল অনেকেই ঐরূপ কষ্টে পতিত হইয়া সৎপথ অনুসন্ধান করিতেছেন, বোধ হয় তাঁহাদের পক্ষে কিঞ্চিৎ উপকারক হইলেও হইতে পারে। ইতি।

সন ১২৯৬।
তাং ২৫ অগ্রহায়ণ।
৭৮ নং সিমলা রেপষ্টী।

শ্রীগোকুলচন্দ্র গোস্বামী।

দীক্ষাতত্ত্ব প্রকাশিকা।

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং নিত্যানন্দ স্বরূপকং।
সর্ব্বাভীষ্টপ্রদং দেবং সর্ব্বান্তর্যামিনং হরিং ॥১
প্রণম্য গুরুপাদাংস্তান্ সর্ব্বসিদ্ধিবিধায়কান্।
বিতন্যতে ময়া যত্নাদ্ দীক্ষাতত্ত্ব-প্রকাশিকা ॥২

দীক্ষার আবশ্যক।

দীক্ষা গ্রহণ না করিলে যখন কোন কার্য্যে অধিকারী হইতে পারা যায়না, তখন সকলেরই দীক্ষাগ্রহণ কর্ত্তব্য।

প্রাণতোষণী ও তন্ত্রসার ধৃত রুদ্রযামলাদি বচন।—যথা,

"নাদীক্ষিতস্য কার্য্যং স্যাৎ তপোভি র্নিয়মব্রতৈঃ।
ন তীর্থগমনেনাপি ন চ শারীর যন্ত্রণৈঃ॥" ইতি।
"অদীক্ষিতা যে কুর্ব্বন্তি জপপূজাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
ন ভবন্তি প্রিয়ে তেষাং শিলায়ামুপ্তবীজবৎ॥" ইতি।

কুলার্ণবে যথা,

"দীক্ষাং বিনা ন মোক্ষঃ স্যাৎ প্রাণিনাং শিবশাসনাৎ"॥ ইতি।

অদীক্ষিত ব্যক্তির তপস্যা, ব্রত, নিয়ম, তীর্থাদি গমন, কোন কার্যেই ফল লাভ হয়না। অদীক্ষিত ব্যক্তি যদি জপ পূজাদি কার্য্য করে তাহা প্রস্তরের উপর রোপিত বীজের ন্যায় সকলই নিষ্ফল হয়। এমন কি দীক্ষা গ্রহণ না করিলে মুক্তিও হইবার সম্ভব নাই।

হরিভক্তিবিলাসধৃত আগমে। যথা,

"দ্বিজানামনুপেতানাং স্বকর্ম্মাধ্যয়নাদিষু।
যথাধিকারো নাস্তীহ স্যাচ্চোপনয়নাদনু॥
তথাত্রাদীক্ষিতানাং তু মন্ত্রদেবার্চ্চনাদিষু।
নাধিকারোঽস্ত্যতঃ কুর্য্যাদাত্মানং শিবসংস্তুতং॥ ইতি।

যেরূপ উপনয়ন না হইলে বেদাধ্যয়ন মন্ত্র ও পূজাদি কার্য্যে অধিকার হয়না, সেইরূপ দীক্ষিত না হইলেও কোন কার্য্যে অধিকারী হইতে পারেনা। অতএব সকলেরই দীক্ষিত হওয়া উচিত।

পরন্তু দীক্ষিত না হইলে অতিশয় দূষিত ও নরককুগামী হইতে হয়।

বৃহৎ তন্ত্রসারধৃত তন্ত্রান্তরে। যথা,

"অদীক্ষিতোঽপি মরণে রৌরবং নরকংব্রজেৎ।
তস্মাদ্ দীক্ষাং প্রযত্নেন সদা কুর্য্যাচ্চ তান্ত্রিকীং॥

দীক্ষিত না হইয়া যদি কাহারও মৃত্যু হয়, তবে সেই ব্যক্তি রৌরবনামক নরকে গমন করে।

এক্ষণে দীক্ষামাহাত্ম্য ও দীক্ষাশব্দের অর্থ বর্ণিত হইতেছে।

প্রাণতোষণী ধৃত লঘু কল্পসূত্রে।—যথা,

"দীয়তে পরমং জ্ঞানং ক্ষীয়তে পাপপদ্ধতিঃ।
তেন দীক্ষোচ্যতে"।—ইতি

যাহা হইতে পরম জ্ঞানলাভ হয়, ও পাপ পদ্ধতি ক্ষীণ হয়, তাহাকেই দীক্ষা কহে।

যোগিনী তন্ত্রে।

"দীয়তে জ্ঞানমত্যর্থং ক্ষীয়তে পাশবন্ধনং।
অতো দীক্ষেতি দেবেশি কথিতা তত্ত্বচিন্তকৈঃ॥ ইতি।

হে দেবেশি! যেহেতু পাশবন্ধন দূরীভূত করিয়া অতিশয় জ্ঞান প্রদান করেন, এই জন্য তত্ত্ববিদ্‌গণ দীক্ষা নামে কহিয়া থাকেন।

হরিভক্তিবিলাসধৃত বিষ্ণুযামলে। যথা,

"দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ং।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ॥ ইতি।

যিনি তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করেন, ও পাপরাশির নাশ করেন, তাঁহাকেই তত্ত্ববিদ্‌ দেশিকগণ দীক্ষা কহেন।

এক্ষণে দীক্ষাশব্দের প্রকৃত মর্ম্মবুঝিতে হইলে এক প্রকার তত্ত্বজ্ঞান বুঝিতে হইবে। ঐ জ্ঞান গুরুর উপদেশ ভিন্ন হইতে পারেনা। এবং গুরুপাদাশ্রয় ব্যতিরেকে ঐ উপদেশ লাভের ও সম্ভব নাই। অতএব অগ্রে গুরুপাদাশ্রয় কর্ত্তব্য।

গুরুপাদাশ্রয়।

শ্রুতি। যথা,

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং॥ ইতি।
আচার্য্যবান্‌ পুরুষো বেদ। ইতি চ।

জ্ঞান লাভ করিতে হইলে ভক্তিভাবে ব্রহ্ম-নিষ্ঠ শাস্ত্রজ্ঞ গুরুর শরণাগত হইবে।

ব্যক্তি মাত্রেই আচার্য্যের আশ্রয় লইলে জ্ঞান লাভ করিতে পারে। ইতি

গুরু ও আচার্য্যশব্দে কাহাকে বুঝায় অগ্রে ইহা জানা আবশ্যক্।

গুরু ও আচার্য্য শব্দের অর্থ।

গুরু এই শব্দটি তিনটি বর্ণে নিষ্পন্ন (অর্থাৎ গ-র-উ) তন্ত্রসার ধৃত আগমসারে। যথা,

"গকারঃ সিদ্ধিদঃ প্রোক্তো রেফঃ পাপস্য দাহকঃ।
উকারঃ শম্ভুরিত্যুক্তস্ত্রিতয়াত্মা গুরুঃ পরঃ॥ ইতি।

গকারের অর্থ সিদ্ধি প্রদ, রেফের অর্থ পাপদাহক,উকারের অর্থ শিব—এই ত্রিতয়াত্মক্ পরম বস্তু গুরু।

এবং চ।

"গকারাজ্‌ জ্ঞান সম্পত্তী রেফস্তত্ত্বপ্রকাশকঃ।
উকারাচ্ছিবতাদাত্ম্যং দদ্যাদিতি গুরুঃ স্মৃতঃ"॥ ইতি।

অর্থাৎ গকারের অর্থ জ্ঞান সম্পত্তি, রেফের অর্থ তত্ত্ব-প্রকাশ, উকারের অর্থ শিবতাদাত্ম্য,

এই সকল যিনি প্রদান করেন তিনিই গুরু শব্দের বাচ্য।

এবং আচার্য্য শব্দেও এইরূপ। যিনি তত্ত্বজ্ঞান দাতা পরমার্থ প্রাপক, তাঁহাকে জানিবে।

প্রাণতোষণীধৃত কুলার্ণবে। যথা,

'স্বয়মাচরতে শিষ্যানাচারে স্থাপয়ত্যপি।
আচিনোতি হি শাস্ত্রার্থানাচার্য্যস্তেন কথ্যতে॥" ইতি।

যিনি স্বয়ং সদাচরণ করেন, ও শিষ্যকে সদাচারে স্থাপিত করেন, এবং শাস্ত্রার্থ প্রকাশ দ্বারা অজ্ঞান নাশ করেন, তিনিই আচার্য্য। অপর আরো একটী দেশিক শব্দও শ্রীগুরুর বাচক। অতএব উহারও অর্থ কথিত হইতেছে।

প্রাণতোষণীধৃত কুলার্ণবে। যথা,

দেবতারূপধারিত্বাচ্ছিষ্যানুগ্রহকারণাৎ।
করুণাময় মূর্ত্তিত্বাদ্ দেশিকঃ কথ্যতে প্রিয়ে"॥ ইতি।

হে প্রিয়ে! যেহেতু শ্রীগুরু দেবতারূপ, ও শিষ্যের প্রতি সদা অনুগ্রহ প্রকাশ করেন, এবং করুণাময় মূর্ত্তি। এই হেতু দেশিক শব্দেও কথিত হইয়া থাকেন।

যদিও গুরু ও আচার্য্য শব্দের অর্থ দ্বারাই গুরুর লক্ষণ, একপ্রকার জানা যাইতেছে তথাপি বিশেষরূপে লক্ষণ উক্ত হইতেছে।

গুরুর লক্ষণ।

হরিভক্তিবিলাসে, মন্ত্রমুক্তাবলী। যথা,

"অবদাতান্বয়ঃ শুদ্ধঃ স্বোচিতাচারতৎপরঃ।
আশ্রমী ক্রোধরহিতো বেদবিৎ সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ॥
শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ প্রিয়বাক্ প্রিয়দর্শনঃ।
শুচিঃ সুবেশস্তরুণঃ সর্ব্বভূতহিতে রতঃ॥
ধীমাননুদ্ধতমতিঃ পূর্ণোঽহন্তা বিমর্শকঃ।
সগুণোঽর্চ্চাসু কৃতধীঃ কৃতজ্ঞঃ শিষ্যবৎসলঃ
নিগ্রহানুগ্রহে শক্তো হোমমন্ত্রপরায়ণঃ।
ঊহাপোহ প্রকারজ্ঞঃ শুদ্ধাত্মা যঃ কৃপালয়ঃ॥
ইত্যাদিলক্ষণৈর্যুক্তো গুরুঃ স্যাদ্ গরিমাম্বুধিঃ"॥ ইতি

বিশুদ্ধ বংশজাত, স্বয়ংও বিশুদ্ধ, পবিত্রাচার পরায়ণ, আশ্রমী, ক্রোধরহিত, বেদাদি শাস্ত্রজ্ঞ, শ্রদ্ধালু, অসূয়া বিবর্জিত, প্রিয়বাক্য, ও প্রিয়দর্শন, শুচি, শুদ্ধবেশ, তরুণ, সর্ব্বপ্রাণী হিতকারী, বুদ্ধিমান্, এবং অহঙ্কারশূন্যচিত্ত, পূর্ণ, তত্ত্ববিচারক, বাৎসল্যাদি গুণযুক্ত, ভগবৎ পূজাদি তৎপর,

কৃতজ্ঞ, শিষ্যবৎসল, নিগ্রহ ও অনুগ্রহে সক্ষম, হোমমন্ত্র প্রকারজ্ঞ, এবং ঊহাপোহ জ্ঞাতা, পবিত্রাত্মা, কৃপার আধার, এইসকল গুণ যাঁহাতে আছে তিনিই গুরু।

আরো উক্ত হইতেছে। অগস্ত্য সংহিতা। যথা,

"দেবতোপাসকঃ শান্তো বিষয়েষ্বপি নিস্পৃহঃ।
অধ্যাত্মবিদ্ ব্রহ্মবাদী বেদশাস্ত্রার্থকোবিদঃ॥
উদ্ধর্ত্তুংচৈব সংহর্ত্তুং সমর্থো ব্রাহ্মণোত্তমঃ।
তত্ত্বজ্ঞো যন্ত্রমন্ত্রাণাং মর্ম্মভেত্তা রহস্যবিৎ।
পুরশ্চরণকৃদ্ধোমমন্ত্রসিদ্ধঃ প্রয়োগবিৎ॥
তপস্বী সত্যবাদী চ গৃহস্থো গুরুরুচ্যতে"॥ ইতি।

স্বকীয় ইষ্টদেবতার উপাসনা তৎপর, শান্ত, দান্ত, অধ্যাত্মতত্ত্ববেত্তা, বেদাদিশাস্ত্র নিপুণ, উদ্ধার ও সংহার সমর্থ, যন্ত্র মন্ত্রাদির বিশেষ তত্ত্বজ্ঞ, যিনি পুরশ্চরণাদি দ্বারা নিজ মন্ত্র চৈতন্য করিয়াছেন, সকল প্রকার প্রয়োগ কুশল, সত্যবাদী, অথচ গৃহস্থ ধর্ম্মে স্থিত, তিনিই গুরু হইবেন।

নারদপঞ্চরাত্রেও উক্ত আছে। যথা,

''ব্রাহ্মণঃ সর্ব্বকালজ্ঞঃ কুর্য্যাৎ সর্ব্বেষ্বনুগ্রহং।
তদভাবাদ্ দ্বিজশ্রেষ্ঠ শান্তাত্মা ভগবন্ময়ঃ।
ভাবিতাত্মা চ সর্ব্বজ্ঞঃ শাস্ত্রজ্ঞঃ সৎক্রিয়াপরঃ'' ॥ ইতি।

যিনি লোভশূন্য, সময় জ্ঞাতা, সকলকার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করেন, ও শান্ত স্বভাব ভগবদ্ ভক্তিসম্পন্ন, শাস্ত্র বিষয়ক জ্ঞান ও পরম-ব্রহ্ম বিষয়ক জ্ঞান সম্পন্ন, সৎক্রিয়া তৎপর, তাঁহাকেই আচার্য্য করিয়া বরণ করিবে।

প্রাণতোষণীধৃত রুদ্র যামলে। যথা,

''নিরোগী নিরহঙ্কারো বিকাররহিতো মহান্।
তপস্বী সত্যবাদী চ সদা ধ্যান পরায়ণঃ ॥
আগমার্থবিশিষ্টজ্ঞো নিজ ধর্ম্মপরায়ণঃ ॥ ইতি।

নিরোগী, অহঙ্কারশূন্য, অবিকৃত স্বভাব, সত্যবাদী, তপস্বী, ধ্যানপরায়ণ, আগমাদি-শাস্ত্রজ্ঞ ও স্বধর্ম্ম তৎপর, ইত্যাদি গুণ যুক্তই গুরু হয়েন।

অনন্তর গুরু মাহাত্ম্য।

প্রাণতোষণী ধৃত রুদ্র যামলে। যথা,

"গুরুমূলং জগৎসর্ব্বং গুরুমূলং পরং তপঃ।
গুরোঃ প্রসাদমাত্রেণ মোক্ষমাপ্নোতি সম্বশী" ॥ ইতি।

গুরুই সর্ব্ব জগতের মূল, তপস্যার মূল, ও একমাত্র গুরুর প্রসাদে অনায়াসে মুক্তিলাভ করিতে পারে।

মুণ্ডমালা তন্ত্রে। যথা,

"গুরুরেকঃ শিবঃ সাক্ষাৎ গুরুঃ সর্ব্বার্থসাধকঃ।
গুরুরেব পরং তত্ত্বং সর্ব্বং গুরুময়ং জগৎ ॥

গুরুই সাক্ষাৎ শিব, গুরুই পরমতত্ত্ব, গুরুই সর্ব্বার্থ সাধক, সমস্ত জগৎ ব্রহ্মাণ্ড গুরুরূপ।

কঙ্কালমালিনী তন্ত্রে। যথা,

নির্গুণং চ পরংব্রহ্ম গুরুরিত্যক্ষরদ্বয়ং" ॥ ইতি।

গুরু এই দুইটী বর্ণ নির্গুণ পরব্রহ্ম স্বরূপ।

অথ গুরুসন্তোষ ফল।

গুরু তন্ত্রে যথা।

"গুরুসন্তোষমাত্রেণ তুষ্টাঃ স্যুঃ সর্ব্বদেবতাঃ"। ইতি।

গুরু সন্তুষ্ট হইলে সকল দেবতা সন্তুষ্ট হন। এমন কি গুরুর সন্তোষ হইলে জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ড সমস্ত তুষ্ট হয়।

প্রাণতোষণীধৃত, গুরুতন্ত্রে যথা,

"ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ পার্ব্বতী পরমেশ্বরী।
ইন্দ্রাদয়স্তথা দেবা যক্ষাদ্যাঃ পিতৃদেবতাঃ॥
গঙ্গাদ্যাঃ সরিতঃ সর্ব্বাঃ গন্ধর্ব্বাঃ সর্পজাতয়ঃ।
স্থাবরা জঙ্গমাশ্চান্যে পর্ব্বতাঃ সার্ব্বভৌতিকাঃ॥
এতে চান্যে চ তিষ্ঠন্তি নিত্যং গুরুকলেবরে।
শ্রীগুরোস্তৃপ্তিমাত্রেণ তৃপ্তিরেষাঞ্চ জায়তে"॥ ইতি।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, পার্ব্বতীদেবী, ইন্দ্রাদিদেবগণ, যক্ষাদি পিতৃদেবতা, গঙ্গাদি নদীসকল ইত্যাদি স্থাবর জঙ্গম সমস্তই শ্রীগুরুর দেহে বাস করেন। অতএব শ্রীগুরু দেবের তৃপ্তিতে এই পূর্ব্বোক্ত

সকলের তৃপ্তি হয়। অর্থাৎ আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত দেবগণের সহিত স্থাবরজঙ্গম জগতের তৃপ্তি সম্পাদনে যে ফললাভ হয়, একমাত্র শ্রীগুরুর তৃপ্তিতে তাহাই লাভ হয়। এবং ইহাও জানিতে হইবে গুরু সামান্য মনুষ্য নহেন। ব্যাপক ব্রহ্ম পদার্থ। ব্রহ্মের তৃপ্তি সম্পাদন করিতে হইলে যেরূপ জগৎব্রহ্মাণ্ডের তৃপ্তিসাধন করিতে হয়, তদ্রূপ শ্রীগুরুর তৃপ্তি সাধন করিলে, ব্রহ্মেরই তৃপ্তি সাধন জন্য ফললাভ হয়।

গুপ্তসাধন তন্ত্রেও উক্ত হইয়াছে। যথা,

"গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুর্গুরুর্দ্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুস্তীর্থং গুরুর্যজ্ঞো গুরুর্দানং গুরুস্তপঃ॥
গুরুরগ্নির্গুরুঃ সূর্য্যঃ সর্ব্বং গুরুময়ং জগৎ"॥ ইতি

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, অগ্নি, সূর্য্য, এই সমস্ত দেবতারূপই শ্রীগুরু। এবং তীর্থ, যজ্ঞ, দান, তপস্যা ইহাও তাঁহার মূর্ত্তি; অধিক কি আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত জগৎও শ্রীবিষ্ণু, শ্রীগুরুরূপ হয়েন।

একান্ত ভাবে শ্রীগুরুদেবের পূজা করিলে সকল দেবতার পূজা ও সকল তীর্থের ফল এবং দানাদির ফল সিদ্ধ হয়।

প্রাণ তোষণীধৃত গুপ্তসাধন তন্ত্রে। যথা,

কিং দানেন কিং তপসা কিমন্য তীর্থসেবয়া।
শ্রীগুরোরর্চ্চিতৌ যেন পাদৌ তেনার্চ্চিতং জগৎ ॥
ব্রহ্মাণ্ডভারমধ্যে তু যানি তীর্থানি সন্তি বৈ।
গুরোঃ পাদতলে তানি নিবসন্তি হি সন্ততং ॥ ইতি

যিনি ভক্তিভাবে শ্রীগুরুর পাদপদ্ম পূজাকরেন, তাহার অন্যদান ও তপস্যা ও তীর্থ সেবাদিতে কি আবশ্যক। কারণ ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে যত তীর্থ আছে, তাঁহারা সকলেই শ্রীগুরুর চরণ তলে সর্ব্বদা সন্নিহিত থাকেন্ ॥

অতএব শ্রীগুরুর সন্তোষ উৎপাদন সকলেরই কর্ত্তব্য। শ্রীগুরু সন্তুষ্ট হইলে দেবতা তুষ্ট হন, ও তাহাতে মঙ্গল লাভ হয়। আর গুরুদেব অসন্তুষ্ট হইলে দেবতা অসন্তুষ্ট হন, ও সুতরাং অমঙ্গল হয়।

বামকেশ্বর তন্ত্রে। যথা,

"গুরৌ তুষ্টে শিবস্তুষ্টো রুষ্টে রুষ্টস্ত্রিলোচনঃ" ॥
"গুরুর্যস্য ভবেৎ তুষ্ট স্তস্য তুষ্টো হরিঃ স্বয়ং ॥ ইতি।

গুরুদেব তুষ্ট থাকিলে মহাদেব তুষ্ট থাকেন্।

গুরু ক্রুদ্ধ হইলে তিনি ক্রুদ্ধ হন। গুরুদেব তুষ্ট হইলে ভগবান্ হরি সন্তুষ্ট হন।

বন্ধু, ভৃত্য ও অন্যান্য লোক উপস্থিত থাকিলেও, স্বয়ং শ্রীগুরুর চরণসেবা সম্পাদন করিবে।

প্রমাণ রুদ্রযামলে যথা,

"বন্ধু ভৃত্য পূরৈ ভৃ ত্যৈঃ সহিতোঽপ্যতি ভক্তিমান্।
গচ্ছন্ তিষ্ঠন্ স্বপন্ জাগ্রৎ জপন্ জুহ্বৎ প্রপূজয়েৎ।।
গুর্ব্বাজ্ঞা মেব কুর্ব্বীত তদ্‌গতেনান্তরাত্মনা।
অভিমানো ন কর্ত্তব্যো জাতি বিদ্যা ধনাদিভিঃ॥
সর্ব্বদা সেবয়েন্নিত্যং শিষ্যঃ শ্রীগুরুসন্নিধৌ॥" ইতি।

কি জাগ্রৎ অবস্থায়, কি স্বপ্নাবস্থায়, কি স্থিতিকালে, কি গমন সময়, কিম্বা জপহোমাদি-কালে, সকল সময়েই, বন্ধু ও ভৃত্যাদি থাকিলেও স্বয়ং শ্রীগুরুর সেবাকার্য্য সম্পন্ন করিবে।

শ্রীগুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘনে দোষ।

শ্রীগুরুর আজ্ঞা প্রতিপালনে কথনই পরাঙ্মুখ হইবেনা। ভৃত্যের ন্যায় সর্ব্বদা আজ্ঞা প্রতিপালন পূর্ব্বক, তাঁহার সন্তোষ সম্পাদন করিবে।

বিপরীত আচরণ করিলে ঐহিক সুখে বঞ্চিত ও লোকে ঘৃণিত, এবং পরকালে ঘোরনরকে পতিত হইতে হয়।

ক্রমশঃ প্রমাণ প্রদর্শিত হইতেছে।

প্রাণতোষণীধৃত রুদ্র যামলে। যথা,

" ন লঙ্ঘয়েদ্ গুরো রাজ্ঞঃ মুত্তরং ন বদেৎ তথা।
দিবারাত্রৌ গুরো রাজ্ঞাং দাসবৎ প্রতিপালয়েৎ॥

শ্রীগুরুর আজ্ঞা কখনই লঙ্ঘন করিবেনা। গুরুর আজ্ঞায় অন্যায় বোধে উত্তর প্রত্যুত্তর করিবেনা। সর্ব্বদা দাসের ন্যায় আজ্ঞা প্রতি-পালন করিবে।

" ন শৃণুয়াদ্ গুরো র্বাক্যং শৃণুয়াদ্ বা পরাঙ্মুখঃ।
অহিতং বা হিতংবাপি রৌরবং নরকং ব্রজেৎ" ॥ ইতি।
" আজ্ঞাভঙ্গং গুরো র্দেব যঃ করোতি স মূঢ়ধীঃ।
প্রয়াতি নরকং ঘোরং শূকরত্ব মবাপ্নুয়াৎ" ॥ ইতি।

হিতই হউক, বা অহিতই হউক, গুরুর বাক্য যদি শ্রবণ নাকরে। কিম্বা শ্রবণ করিয়াও অবজ্ঞা বশতঃ পরাঙ্মুখ হয়, তবে রৌরব নামক নরকে পতিত হয়।

হে দেব যে মূঢ়মতি গুরুর আজ্ঞা ভঙ্গকরে

সে ঘোর নরকে বাসকরে ও শূকরত্ব প্রাপ্ত হয়॥

হরিভক্তিবিলাসধৃত অগস্ত্যসংহিতায়। যথা,

"যে গুর্ব্বাজ্ঞাং ন কুর্ব্বন্তি পাপিষ্ঠাঃ পুরুষাধমাঃ।
ন তেষাং নরক ক্লেশ নিস্তারো মুনি সত্তম"॥ ইতি।

যে পুরুষাধম পাপিষ্ঠগণ গুরু আজ্ঞা পালন নাকরে। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! তাহাদের কোন কালে নরক হইতে নিস্তার নাই॥

শ্রীগুরুর বাক্য লঙ্ঘনকারী, ও গুরুদ্রোহ আচরণ কারীর সংসর্গ ও করিতে নাই।

প্রমাণ রুদ্র যামলে। যথা,

"আজ্ঞাভঙ্গং তথা নিন্দাং গুরো রপ্রিয়বর্ণনং।
গুরু দ্রোহঞ্চ যঃ কুর্যাৎ তৎ সংসর্গং ন কারয়েৎ॥ ইতি।

যামলে চ। যথা

"গতশ্রী শ্চ গতায়ু শ্চ গুরো নিন্দাকরো নরঃ।
কল্পকোটি শতং দেবি নরকে পততি ধ্রুবং"॥ ইতি।

গুরুর আজ্ঞা অপ্রতিপালন, গুরুনিন্দা, ও গুরুর অপ্রিয় বর্ণন, এবং গুরুর দ্রোহ আচরণ, যে ব্যক্তি করে। তাহার সংসর্গ করিবেনা। গুরুনিন্দা করিলে শ্রীভ্রষ্ট, আয়ুক্ষয়, ও অন্তে অনন্ত কাল পর্য্যন্ত নরকে পতিত হয়।

গুরুর দ্রোহ আচরণ কাহাকে কহে, ইহার লক্ষণ কথিত হইতেছে। কুলার্ণবে। যথা

"আজ্ঞাভঙ্গোহর্থ হরণং গুরো রপ্রিয়বর্ণনং।
গুরুদ্রোহ মিদং প্রাহ র্যঃ কুর্য্যাৎ স তু পাতকী" ॥ ইতি।

গুরুর আজ্ঞাভঙ্গ, গুরুর অর্থহরণ, গুরুর অপ্রিয় আচরণ, এই সকল কার্য্যকে গুরু দ্রোহ বলে। যে ব্যক্তি এই সকল কার্য্যরূপ গুরু-দ্রোহ আচরণ করে, সে পাতকগ্রস্ত হয়।

গুরুর অনিষ্টকারী গুরুশাপগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেবতা প্রভৃতি কেহই রক্ষা করিতে পারেন্ না।

গুরুগীতায়। যথা,

"অশক্তা হি সুরাঃ সর্ব্বে অশক্তা মুনয় স্তথা।
গুরুশাপ মৃতাঃ ক্ষীণাঃ ক্ষয়ং যান্তি ন সংশয়ঃ" ॥ ইতি।

গুরুর শাপগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেবতা সকলে, ও মুনিগণেরাও কোন মতে উদ্ধার করিতে পারেন্ না। গুরুশাপগ্রস্ত ব্যক্তি অবশ্যই ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তাহার সন্দেহ নাই।

হরিভক্তি বিলাসে। যথা,

"হরৌ রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গুরু মেব প্রসাদয়েৎ" ॥ ইতি।

ভগবান্ হরি রুষ্ট হইলে, গুরুদেব রক্ষা করিতে পারেন্। কিন্তু গুরুদেব রুষ্ট হইলে, কেহই রক্ষা করিতে পারেন্ না। অতএব সর্ব্বতোভাবে শ্রীগুরুদেবকে প্রসন্ন রাখিবে।

যামলে। যথা,

"গুরুং দুষ্কৃত্য স্নিপুবন্নির্গত্য পরী বাদতঃ।
অরণ্যে নির্জনে দেশে স ভবেদ্ ব্রহ্ম রাক্ষসঃ"॥ ইতি।

গুরুর প্রতি যে ব্যক্তি শত্রুতা আচরণ করে, ও নিন্দাদি করে, সে ব্যক্তি অন্তে নির্জ্জন বনে ব্রহ্মরাক্ষস হইয়া জন্মগ্রহণ করে।

তন্ত্রসারধৃত কুলার্ণবে। যথা,

"গুরো হিতং প্রকর্ত্তব্যং বাঙ্মনঃ কায় কর্ম্মভিঃ।
অহিতাচরণাদ্ দেবি বিষ্ঠায়াং জায়তে কৃমিঃ"॥ ইতি।

বাক্য, মন, ও শরীর দ্বারা গুরুর হিত সাধন করিবে। গুরুর অহিতজনক কার্য্য করিলে বিষ্ঠায় কৃমি হইয়া জন্মায়।

যদি অন্য কেহ গুরুর নিন্দা করে, তবে কর্ণাচ্ছাদনপূর্ব্বক সে স্থান হইতে অন্যত্র গমন করিবে। নচেৎ গুরুনিন্দা [illegible]নিলে, ঘোর

পাতকে লিপ্ত হইতে হয়।

কুলার্ণবে। যথা,

"যত্র শ্রীগুরুনিন্দা স্যা ন্নিবার্য্য শ্রবণে স্বকে।
সদ্যস্তস্মাদ বিনিষ্ক্রমেদ্ দূরং ন শ্রবণং যথা॥ ইতি।
গুরোর্নাম স্মরেৎ পশ্চাৎ শ্রবণে সা প্রতি ক্রিয়া"॥ ইতি।

যে স্থানে গুরুনিন্দা হয়, তৎক্ষণাৎ হস্ত-দ্বারা কর্ণ আচ্ছাদনপূর্ব্বক, সে স্থান হইতে দূরে গমন করিবে, যেখানে আর সে নিন্দা শুনিতে না পাওয়া যায়। যদি দৈবাৎ গুরুনিন্দা কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয়, তবে শ্রীগুরুর স্মরণ করিলে, ঐ পাতক হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারিবে।

শ্রীগুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি নিষিদ্ধ।

মনুষ্য বোধ করিলে হানি হয়।

গুরুতন্ত্রে। যথা,

"গুরৌ মনুষ্যতা বুদ্ধিঃ শিষ্যাণাং যদি জায়তে।
নহি তস্য ভবেৎ সিদ্ধিঃ কল্প কোটী শতৈরপি"॥ ইতি।

যদ্যপি শিষ্যের, গুরুর প্রতি মনুষ্যবুদ্ধি

জন্মে, তবে কোটীজন্মেও সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না।

শ্রীমদ্ভাগবতে। যথা,

"যস্য সাক্ষাদ্ ভগবতি জ্ঞানদীপপ্রদে গুরৌ।
মর্ত্ত্যাসদ্ধীঃ শ্রুতং তস্য মন্যে কুঞ্জর শৌচবৎ" ।।ইতি।

দেবর্ষি নারদ, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের প্রতি বলিতেছেন। সাক্ষাৎ ভগবৎস্বরূপ, জ্ঞানালোক প্রদান কর্ত্তা শ্রীগুরুদেবে (ইনি মনুষ্য এইরূপ) যাহার অসদ্বুদ্ধি জন্মে। তাহার বেদাদি সকল শাস্ত্র শ্রবণাদি জ্ঞান, কুঞ্জর শৌচের ন্যায়। (অর্থাৎ নিষ্ফল।)

অপরঞ্চ। যথা,

"আচার্য্যং মাং বিজানীয়া নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যা সূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ" ।।ইতি।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, উদ্ধবকে কহিতেছেন। হে উদ্ধব! আমাকেই আচার্য্যরূপে জানিবে। গুরুকে কখনই অবজ্ঞা করিবেনা। কিম্বা মনুষ্যবুদ্ধিতে দোষ দৃষ্টি করিবেনা। যখন আমিই আচার্য্যস্বরূপ, তখন সকল দেবতাত্মক গুরু, ইহা জানিবে।

শ্রুতিঃ। যথা,

"যোজয়তি পরেতত্ত্বে স দীক্ষয়া চার্য্য মূর্ত্তিস্থঃ" ॥ইতি।

সেই পরমেশ্বর আচার্য্যমূর্ত্তিতে দীক্ষাদ্বারা শিষ্যকে পরমতত্ত্ব লাভ করান্।

শ্রীগুরুদেবে ও ইষ্টদেবে তুল্য ভক্তি করিতে হয়।

শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিঃ। যথা,

"যস্য দেবে পরা ভক্তি র্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥ইতি।

ইষ্টদেবে ও গুরুদেবে তুল্যভক্তি, যাঁহার হয়। সেই মহাত্মারই তত্ত্বস্ফূর্ত্তি পায়।

অতএব স্বীয় ইষ্টদেবতার প্রতি যেরূপ, সেইরূপ শ্রীগুরুর প্রতি একান্তভাবে ভক্তি কর্ত্তব্য। গুরুভক্তি বিহীন ব্যক্তি অত্যন্ত নিন্দনীয়।

প্রাণতোষণী। যথা,

ধিগ্ ধনং ধিগ্ বলং তেষাং ধিক্ কুলং ধিগ্ বিচেষ্টিতং।
যেষাং নোৎপদ্যতে ভক্তির্গুরুদেবে মহেশ্বরি" ॥ইতি।

গুরুদেবের প্রতি, যাহাদের ভক্তি না জন্মে,

তাহাদের ধনে ধিক্, বলে ধিক্ ও কুলেও ধিক্, তাহাদের সকল কার্য্যই ধিক্।

শ্রীগুরুদেব প্রসন্ন হইলে ইষ্টদেবতাও প্রসন্ন হন, ও মন্ত্র সিদ্ধ হয়।

প্রাণতোষণীধৃত কুলাগমে। যথা,

"গুরৌ প্রীতি সমাসন্নে দেবতা প্রীতি মাপ্নুয়াৎ।
দেবে চ প্রীতিমাপন্নে মন্ত্রসিদ্ধি র্ভবেদ্ ধ্রুবং॥" ইতি।

গুরুদেব প্রীত হইলে, দেবতা প্রীত হন, দেবতা প্রসন্ন হইলেই মন্ত্রসিদ্ধি হয়।

হরিভক্তিবিলাসধৃত বামনকল্পে। যথা,

"গুরু র্যস্য ভবেৎ তুষ্ট স্তস্য তুষ্টো হরিঃ স্বয়ং" ॥ইতি।

শ্রীগুরু যাহার প্রতি সন্তুষ্ট হন, ভগবান্ হরিও স্বয়ং তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হন্।

যে দিবস শ্রীগুরুর দর্শন লাভ হয়, সে দিন অতি পবিত্র, ও সার্থক।

প্রাণ তোষণীধৃত কুলাগমে। যথা

"শিষ্যস্য তদ্দিনং দেবি কোটি সূর্য্যগ্রহৈঃ সমং।
চন্দ্রগ্রহণ কালং হি তদ্দিনং বরবর্ণিনি॥
গুরো র্দর্শন মাত্রেণ সর্ব্ব পাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
তৎক্ষণাৎ চঞ্চলাপাঙ্গি দানং কুর্য্যাদ্ বিচক্ষণঃ" ॥ইতি।

হে পার্ব্বতি! যে দিবস শ্রীগুরু দর্শন হয়, সে দিন শিষ্যের সম্বন্ধে কোটী সূর্য্য গ্রহণ, ও চন্দ্র গ্রহণ তুল্য পবিত্র। গুরুর দর্শন মাত্রেই সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। হে চঞ্চলাপাঙ্গি! গুরু দর্শন হইলে তৎক্ষণাৎ দান করিবে।

পূজা সময়ে যদি গুরু আগমন করেন, তবে তাঁহাকেই পূজা করিবে, অন্য পূজা করিবেনা। তত্রৈব। যথা,

পূজাকালে চ চার্ব্বঙ্গি আগচ্ছেচ্ছিষ্য মন্দিরে।
তমেব পূজয়েচ্ছিষ্য ইতি শাস্ত্রস্থ নির্ণয়ঃ” ॥ইতি।

হে সুন্দরি! পূজা সময়ে শিষ্য গৃহে গুরু আগমন করিলে তাঁহারই পূজা করিবে। তন্ত্রসারধৃত কুলার্ণবে। যথা,

“গুরৌ সন্নিহিতে যস্তু পূজয়ে দন্য মস্তিকে।
প্রয়াতি নরকং ঘোরং সা পূজা নিষ্ফলা ভবেৎ” ॥ইতি।

সন্নিহিত শ্রীগুরুদেবের নিকট, যে ব্যক্তি অন্য পূজা করে, তাহার সেই পূজা নিষ্ফল হয়, ও সে ব্যক্তি নরকগামী হয়।

শ্রীগুরুর চরণধূলি মস্তকে ধারণ, ও চরণামৃত

পান করিলে, সকল পাপ হইতে মুক্তি, ও তীর্থ অপেক্ষা বিশুদ্ধি লাভ করে।

গুরুতন্ত্রে। যথা,

"গুরোঃ পাদরজো যস্তু সুধী মূর্দ্ধনি ধারয়েৎ।
সতীর্থ কোটীজফলাৎ ফলং দশগুণং লভেৎ" ॥ইতি।
"গুরোঃ পাদোদকং যস্তু নিত্যং পিবতি ভক্তিতঃ।
সার্দ্ধত্রিকোটীতীর্থানাং ফলং স লভতে ধ্রুবং" ॥ইতি।

গুপ্তসাধনতন্ত্রে। যথা,

"ত্রিসন্ধ্যং পিবতে যস্তু গুরুপাদোদকং সুধীঃ।
তস্য নাস্তি পুনর্জন্ম সংসারে মোহ বর্ত্মনি" ॥ইতি।

যে ব্যক্তি শ্রীগুরুর পদরজো মস্তকে ধারণ করে, সে ব্যক্তি কোটীতীর্থ জন্য ফল হইতে দশগুণ অধিক ফল লাভ করে।

যিনি গুরুচরণামৃত প্রতিদিন পান করেন, তিনি সার্দ্ধ ত্রিকোটী তীর্থের ফল লাভ করেন।

এবং যে সুবুদ্ধি ব্যক্তি গুরুর পাদোদক ত্রিসন্ধ্যা পান করে, তাহার ঘোর মোহান্ধকার সংসারে আর জন্ম হয় না।

এইরূপ শ্রীগুরুদেবেরপ্রসাদ ভক্ষণও সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

গুরুতন্ত্রে। যথা,

"গুরো রুচ্ছিষ্টকং দেবি! ভুক্তি মুক্তি প্রদং ভবেৎ" ॥ইতি।

গুরুর ভোজনাবশিষ্ট ভক্ষণ করিলে, ঐহিক সুখ, ও পারত্রিক সুখ, ও মুক্তি পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এইরূপ শাস্ত্রদ্বারা ইহা বিলক্ষণরূপে জানা যাইল, যে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণযুক্ত গুরুর নিকট দীক্ষিত হইয়া, তাঁহার নিষ্কপটে সেবাদি করা সকলেরই অবশ্য কর্ত্তব্য।

এক্ষণে ইহাও জানা আবশ্যক। যেরূপ শ্রীগুরুদেবের উপাসনা ও সেবাদি কর্ত্তব্য। সেইরূপ গুরুপুত্রাদিরও সেবাদি কর্ত্তব্য। ইহার অন্যথা করিলে, গুরু সেবাদি না করিলে, যেরূপ অপরাধী হইতে হয়, সেইরূপ অপরাধী হয়।

তন্ত্রসারে। যথা,

"গুরুবদ্ গুরুপুত্রেষু গুরুবৎ তৎসুতাদিষু" ॥ইতি।

গুরুর ন্যায় গুরুপুত্র, ও তাঁহার সন্ততিতেও ব্যবহার করিবে।

প্রাণতোষণীধৃত পুরশ্চরণ রসোল্লাসে। যথা,

"গুরোঃ সুতঞ্চ চার্ব্বঙ্গি গণেশ সদৃশং সদা"॥ ইতি।

হে চার্ব্বঙ্গি! গুরুর পুত্রকে ও সর্ব্বদা মান্য করিবে। অর্থাৎ গুরুদেবকে শিবতুল্য, ও তৎপুত্রকে গণেশতুল্য বোধে মান্য করিবে।

যেরূপ গুরুর উচ্ছিষ্ট ভোজন করিতে হয়, সেইরূপ গুরুপুত্রেরও উচ্ছিষ্ট ভোজন করিবে।

প্রাণতোষণীধৃত যোগিনীতন্ত্রে। যথা,

"গুরূচ্ছিষ্টঞ্চ দেবেশি! তৎসুতোচ্ছিষ্টমেব চ।
ভোজনীয়ং ন সন্দেহো বিকারশ্চেদসদ্গতিঃ" ॥ইতি।

হে দেবেশি! গুরুর উচ্ছিষ্ট, ও গুরুপুত্রেরও উচ্ছিষ্ট ভোজন কর্ত্তব্য। যদি মনে কোন বিকার বোধকরে তবে তাহার অসদ্‌গতি হয়।

অতএব শ্রীগুরুর শুশ্রূষা সকলের কর্ত্তব্য। এবং গুরু শুশ্রূষার প্রভাবে সকল কার্য্য সিদ্ধ হয়।

"প্রাণতোষণীধৃত কুলার্ণবে। যথা,

"ক্ষীয়ন্তে সর্ব্বপাপানি বর্দ্ধন্তে পুণ্যরাশয়ঃ।
সিদ্ধ্যন্তি সর্ব্ব কার্য্যাণি গুরু শুশ্রূষয়া প্রিয়ে" ॥
যদ্ যদাত্মহিতং বস্তু তত্তদ বিত্তমবঞ্চয়ন্।
গুরুদেবার্চ্চকো যস্তু তস্য পুণ্যং ন গণ্যতে" ॥ইতি।

মহাদেব পার্ব্বতীকে কহিতেছেন। হে প্রিয়ে! গুরু শুশ্রূষায় সকল পাপ নষ্ট হয়। পুণ্য-রাশি সঞ্চিত হয়। এবং সকল কার্য্য সুসিদ্ধ হয়। যিনি বিত্তশাঠ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক, নিজ প্রিয় বস্তুদ্বারা গুরুদেবের অর্চ্চনা করেন, তাহার পুণ্যের সীমা থাকেনা।

অনন্তর শিষ্য লক্ষণ।

বিস্তারপূর্ব্বক শিষ্যলক্ষণ কহিবার অগ্রেই শিষ্য শব্দের অর্থ প্রদর্শিত হইতেছে।

প্রাণতোষণীধৃত কুলার্ণবে। যথা,

"শরীর মর্থং প্রাণাংশ্চ সদ্‌গুরুভ্যো নিবেদ্য যঃ।
গুরুভ্যঃ শিষ্যতে যোগং শিষ্য ইত্যভিধীয়তে॥ ইতি।

যে শরীর, ধন, প্রাণ, সমস্তই সদ্‌গুরুকে

নিবেদন করিয়া, তাঁহার নিকট শিক্ষা গ্রহণ করে, তাহাকেই শিষ্য কহে।

এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সদ্‌গুরুর লক্ষণ কহিয়া, শিষ্য লক্ষণ কথিত হইতেছে। অর্থাৎ যাদৃশ গুণ সম্পন্ন গুরু হওয়া উচিত। শিষ্য ও তাদৃশ গুণসংযুক্ত হওয়া উচিত।

প্রাণ তোষণীধৃত, রুদ্র যামলে। যথা,

"শিষ্য স্তু তাদৃশো ভূত্বা সদ্‌ গুরুং পর্য্যুপাশ্রয়েৎ" ॥ইতি।

শিষ্য ও তাদৃশ (অর্থাৎ গুরুর লক্ষণানু-সারে) গুণসংযুক্ত হইয়া, সদ্‌গুরুর শরণাগত হইবে।

সময়াচার তন্ত্রে। যথা,

"শিষ্যোঽপি স্বগুণৈর্যুক্তো গুরুভক্তি রতঃ সদা।
ধর্ম্মকামাদি সংযুক্তো গুরু মন্ত্র পরায়ণঃ॥
সত্যবুদ্ধি গুরোর্মন্ত্রে দেবপূজন তৎপরঃ।
গুরূপদিষ্টমার্গে চ সত্যবুদ্ধি রুদারধীঃ॥
এবং লক্ষণ সংযুক্তঃ শিষ্যশ্চাপি পরীক্ষিতঃ" ॥ইতি।

শিষ্য ও স্বগুণযুক্ত, (অর্থাৎ শমদমাদি গুণযুক্ত) ও সর্ব্বদা গুরুভক্তি রত, শাস্ত্রানু-

সারে ধর্ম্ম কামাদি পর, গুরুমাত্রপরায়ণ, গুরুতে ও মন্ত্রে সত্যবুদ্ধি, ইষ্টদেবতা পূজা-নিরত, এবং গুরু প্রদর্শিত পথে বিশ্বাসী, উদার চিত্ত, হইবে। এই সকল লক্ষণ দ্বারা শিষ্যকে পরীক্ষা করিয়া লইতে হইবে।

হরিভক্তি বিলাস ধৃত মন্ত্র মুক্তাবলী। যথা,

"শিষ্যঃ শুদ্ধান্বয়ঃ শ্রীমান্ বিনীতঃ প্রিয়দর্শনঃ।
সত্যবাক্ পুণ্যচরিতোঽদভ্রধী দম্ভ বর্জ্জিতঃ॥
কাম ক্রোধ পরিত্যাগী ভক্তশ্চ গুরুপাদয়োঃ।
দেবতা প্রবণঃ কায়মনোবাগ্‌ভি র্দিবানিশং॥
নিরুজো নির্জ্জিতাশেষ-পাতকঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
দ্বিজদেব পিতৃণাঞ্চ নিত্য মর্চ্চাপরায়ণঃ॥
যুবা বিনিয়তা শেষ-করণঃ করুণালয়ঃ।
ইত্যাদি লক্ষণৈর্যুক্তঃ শিষ্যো দীক্ষাধিকারবান্"॥ ইতি।

সদ্‌বংশজাত, শ্রীমান্, বিনয় সংযুক্ত, প্রিয়-দর্শন, সত্যবাক্য, পবিত্র চরিত্র, সদ্‌বুদ্ধিশালী, দম্ভ রহিত, কাম ও ক্রোধ পরিত্যাগী, গুরুপদে একান্ত ভক্ত, সর্ব্বদা একান্ত ভাবে দেবতানত, নিরোগী, সকল পাতক শূন্য, শ্রদ্ধালু, দেবতা ব্রাহ্মণ ও পিতৃ ভক্তি তৎপর, জিতেন্দ্রিয়,

করুণাযুক্ত, এই সকল লক্ষণ যুক্ত যে শিষ্য, সেই দীক্ষায় অধিকারী। এইরূপে শিষ্যকে একবৎসর কাল পরীক্ষা করিয়া পশ্চাৎ মন্ত্র প্রদান করিবে।

প্রমাণ, তন্ত্রসারধৃত সার সংগ্রহে। যথা,

"সদ্‌গুরু রাশ্রিতং শিষ্যং বর্ষমাত্রং পরীক্ষয়েৎ"।। ইতি।

সদ্‌গুরু, মন্ত্র গ্রহণ করিবার নিমিত্ত উপসন্ন শিষ্যকে একবৎসর পরীক্ষা করিবেন।

পাপিষ্ঠ শিষ্যকে মন্ত্র প্রদান করিলে, তাহার সেই পাপ গুরুতে লিপ্ত হয়। এই নিমিত্ত অগ্রে পরীক্ষা করিয়া, সৎস্বভাব সম্পন্ন অনুরক্ত শিষ্যকেই মন্ত্র প্রদানের বিধি শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে।

প্রমাণ তন্ত্রসারে। যথা,

"রাজ্ঞি চামাত্যজো দোষঃ পত্নীপাপং স্বভর্ত্তরি।
তথা শিষ্যার্জ্জিতং পাপং গুরুঃ প্রাপ্নোতি নিশ্চিতং"।।ইতি।

যেরূপ অমাত্য জনিত দোষ রাজাতে সংক্রান্ত হয়, এবং পত্নীর ব্যভিচারাদি জন্য

পাপ স্বামীতে যায়। সেইরূপ শিষ্যার্জিত পাপও গুরু অবশ্যই প্রাপ্ত হন্।

যদি ও গুরুর লক্ষণ ও শিষ্যের লক্ষণ কহাতেই নিন্দ্য গুরু ও নিন্দ্য শিষ্যের লক্ষণ এক প্রকার অবগত হওয়া যায়। তথাপি শাস্ত্রে বিশেষ রূপে যাহা কথিত হইয়াছে তাহা বিশেষরূপে প্রদর্শিত হইতেছে।

অথ নিন্দ্য গুরুর লক্ষণ।

শ্রীহরি ভক্তি বিলাস ধৃত তত্ত্বসাগরে। যথা,

"বহ্বাশী দীর্ঘসূত্রী চ বিষয়াদিষু লোলুপঃ।
হেতুবাদ রতো দুষ্টোঽবাগ্ বাদী গুণনিন্দকঃ॥
অরোমা বহুরোমা চ নিন্দিতাশ্রম সেবকঃ।
কালদন্তোঽসিতৌষ্ঠশ্চ দুর্গন্ধি শ্বাসবাহকঃ॥
দুষ্ট লক্ষণ সম্পন্নো যদ্যপি স্বয়মীশ্বরঃ।
বহু প্রতি গ্রহাশক্ত আচার্য্যঃ শ্রীক্ষয়াবহঃ" ॥ ইতি।

বহু ভোজন কারী, দীর্ঘসূত্রী, পরের বিষয়াদিতে অত্যন্ত লোলুপ, হেতুবাদ রত, (অর্থাৎ মিথ্যাতার্কিক) দুষ্ট স্বভাব, এবং সর্ব্বদা পরের

নিন্দা কারক, ও গুণনিন্দক। এবং যাঁহার, গাত্রে বহু রোম আছে, কিম্বা একবারেই রোম শূন্য, নিন্দিত মার্গসেবী, ও যাঁহার দন্ত ও ওষ্ঠ কাল, এবং মুখে দুর্গন্ধ, এবং যিনি স্বাভাবিক অন্যান্য দুষ্ট লক্ষণ যুক্ত, ও নিজে প্রচুরধন-সম্পন্ন, দানাদিতে সমর্থ হইলেও বহু প্রতি-গ্রহাশক্ত। এই সকল দোষযুক্ত আচার্য্য হইলে শ্রীক্ষয় কারক হয়েন।

এবং তন্ত্রসারধৃত ক্রিয়াসার সমুচ্চয়, ও বৈশম্পায়ন সংহিতা। যথা,

"শ্বিত্রী চৈব গলৎকুষ্ঠী নেত্র রোগী চ বামনঃ
কুনখী শ্যাব দন্তশ্চ স্ত্রীজিতোঽপ্যধিকাঙ্গকঃ॥ ইতি।
" অপুত্রো মৃতপুত্রশ্চ কুষ্ঠী চ বামনস্তথা।
হীনাঙ্গঃ কপটী রোগী বহ্বাশী বহু জল্পকঃ॥
এতৈ দোষৈর্বিহীনো যঃ স গুরুঃ শিষ্যসম্মতঃ॥ ইতি চ।

যিনি শ্বিত্র ও গলৎকুষ্ঠ যুক্ত, ও যাঁহার চক্ষুর রোগ আছে। এবং যিনি খর্ব্ব ও কুনখী, এবং শ্যাবদন্ত, স্ত্রৈণ ও অধিকাঙ্গ।

আর যিনি অপুত্র, কিম্বা মৃত পুত্র, ও হীনাঙ্গ, এবং ধূর্ত্ত স্বভাব, ও রোগগ্রস্ত; এবং বহু ভোজন

কারী, ও বৃথা বহুবাক্যব্যয়কারী। তাহাকে গুরু করিবেনা। যিনি এই সমস্ত দোষ রহিত তিনিই উপযুক্ত গুরু।

অথ উপেক্ষ্য শিষ্য।

এক্ষণে কিরূপ শিষ্যকে উপেক্ষা করিবে। তাহা বিশেষ রূপে কথিত হইতেছে। শ্রীহরিভক্তি বিলাসধৃত অগস্ত্য সংহিতা। যথা,

"অলসা মলিনাঃ ক্লিষ্টা দাম্ভিকাঃ কৃপণাস্তথা।
দরিদ্রা রোগিণো রুষ্টা রাগিণো ভোগলালসাঃ॥
অসূয়া মৎসরগ্রস্তাঃ শঠাঃ পরুষবাদিনঃ।
অন্যায়োপার্জ্জিত ধনাঃ পরদার রতা শ্চ যে॥
বিদুষাং বৈরিণশ্চৈব অজ্ঞাঃ পণ্ডিত মানিনঃ।
ভ্রষ্টব্রতা শ্চ যে কষ্টবৃত্তয়ঃ পিশুনাঃ খলাঃ॥
বহ্বাশিনঃ ক্রূরচেষ্টা দুরাত্মান শ্চ নিন্দিতাঃ।
ইত্যেবমাদয়োঽপ্যন্যে পাপিষ্ঠাঃ পুরুষাধমাঃ॥
অকৃতেভ্যোঽনিবার্য্যাশ্চ গুরুশিক্ষা সহিষ্ণবঃ।
এবং ভূতাঃপরিত্যাজ্যাঃ শিষ্যত্বে নোপকল্পিতাঃ॥" ইতি।

অলস, ও মলিন, এবং বৃথা ক্লেশকারী, দাম্ভিক, ও কৃপণ স্বভাব, ও অতিশয় দরিদ্র,

চিররোগী, ও রুষ্ট স্বভাব, ও অত্যন্ত বিষয়াসক্ত-চিত্ত, ও লুব্ধ, এবং অসূয়াও মৎসর যুক্ত, শঠ, কটুভাষী, ও অন্যায় পূর্ব্বক ধন উপার্জ্জনকারী, এবং পরদাররত, ও পণ্ডিতের প্রতি দ্বেষ কারক, অথচ নিজে অজ্ঞ, কিন্তু পণ্ডিতাভিমানী, আচার-শূন্য, এবং কষ্ট জীবী, এবং পরের দোষ সূচক, ও পরের দুঃখপ্রদ, এবং বহু ভোজন কারী, ও ক্রূরচেষ্টা সম্পন্ন, দুরাত্মা, সকলের নিন্দনীয়, পাপিষ্ঠ পুরুষাধম, এবং নিবারণ করিলেও, যে অকার্য্য তৎপর, ও গুরু যে শিক্ষাদেন্ তাহা অগ্রাহ্য করে, এরূপ দুষ্ট লক্ষণ সম্পন্ন কখনই শিষ্যের যোগ্য হইতে পারেনা।

এবং হয় শীর্ষ পঞ্চরাত্রেও উক্ত আছে। যথা,

"জৈমিনিঃ সুগতশ্চৈব নাস্তিকো নগ্ন এব চ।
কপিল শ্চাক্ষ পাদশ্চ ষড়েতে হেতুবাদিনঃ॥
এতন্মতানুসারেণ বর্ত্তন্তে যে নরাধমাঃ।
তে হেতুবাদিনঃ প্রোক্তা স্তেভ্য স্তন্ত্রং ন দাপয়েৎ॥ইতি।

জৈমিনি ১ সুগত ২ নাস্তিক ৩ নগ্ন ৪ নিরীশ্বর বাদি কপিল ৫ অক্ষপাদ ৬ এই ছয়

জন হেতুবাদি। যাহারা ইহাদের মতানুসারে চলে, তাহারাও হেতুবাদি মধ্যে গণ্য। অতএব তাঁহাদিগকে তন্ত্রোক্তমন্ত্র প্রদান করিবে না।

প্রাণতোষণীধৃত রুদ্রযামলে। যথা,

"কামুকং কুটিলং লোক নিন্দিতং সত্যবর্জিতং।
অবিনীত মসমর্থং প্রজ্ঞাহীনং রিপুপ্রিয়ং।
সদা পাপক্রিয়াযুক্তং বিদ্যাশূন্যং জড়াত্মকং॥
কলিদোষ সমূহাঙ্গং বেদক্রিয়াবিবর্জিতং।
আশ্রমাচারহীনঞ্চাশুদ্ধান্তঃ করণোদ্যতং॥
সদা শ্রদ্ধাবিরহিত মধমং ক্রোধিনং ভ্রমং।
অসচ্চরিত্রং বিগুণং পরদারাতুরং তথা।
সম্বন্ধাঙ্গং সমূহোগ্র মভক্তং দ্বৈতচেতসং॥
নানানিন্দাবৃতাঙ্গঞ্চ তং শিষ্যং বর্জয়েদ্‌গুরুঃ"॥ ইতি।

কামুক, কুটিল স্বভাব, সর্ব্বলোক নিন্দিত, ও সত্য বর্জিত, অনম্র, ও অসমর্থ, এবং প্রজ্ঞা-বিহীন, শত্রুপ্রিয়, এবং পাপক্রিয়াতে আশক্ত, বিদ্যা শূন্য, জড়বুদ্ধি, কলিকালের যে সকল দোষ, তাহাতে যুক্ত, বৈদিক ক্রিয়া বিরহিত, আশ্রম ধর্ম্মের যে সকল আচার, তদ্রহিত,

অশুদ্ধান্তঃকরণ, গুরু ও শাস্ত্রে বিশ্বাস শূন্য, সর্ব্বদা ক্রুদ্ধ, অতি অধম প্রবৃত্তি, অসচ্চরিত্র, পরদাররত, ও উগ্রস্বভাব, ইতস্ততঃ সর্ব্বদা অস্থির চিত্ত, কেবল নানাবিধ নিন্দা তৎপর, এরূপ কুৎসিত স্বভাব শিষ্যকে, গুরু পরিত্যাগ করিবেন্।

যদি এতাদৃশ দুশ্চরিত্র শিষ্যকে ত্যাগ করা না হয়। তবে শিষ্যের পাপে গুরু ও পাতক গ্রস্ত হয়েন্।

প্রাণতোষণীধৃত যামল। যথা,

"যদি ন ত্যজ্যতে বীর ধনাদি দান হেতুনা।
নারকী শিষ্যবৎ পাপী তদ্বিনষ্টমবাপ্নুয়াৎ॥ ইতি।

যদি ধনাদি দান লোভে পাপিষ্ঠ শিষ্যকে পরিত্যাগ না করে। তবে, শিষ্যের সেই সমস্ত পাপ গুরুতে, সঞ্চারিত, হওয়ায় শিষ্যের ন্যায় কষ্ট ফলপ্রাপ্ত হন্। অতএব গুরু ও শিষ্য, উভয়ের একবৎসর কাল সহবাসে পরস্পর স্বভাব অবগত হইলে, পরে মন্ত্র দান ও গ্রহণ কর্ত্তব্য।

হরিভক্তিবিলাস ধৃত, মন্ত্র মুক্তাবলী। যথা,

"তয়োঁ র্বৎসরবাসেন জ্ঞাতান্যোন্য স্বভাবয়োঃ।
গুরুতা শিষ্যতা চেতি নান্যথৈ বৈতি নিশ্চয়ঃ॥" ইতি।

গুরু, ও শিষ্য, উভয়ের একবৎসর সহবাসে পরস্পরের স্বভাব জ্ঞাত হইলে, গুরুতা, ও শিষ্যতা উপযুক্ত হয়। অন্যথা কোন মতেই উত্তমরূপ হইতে পারেনা।

এবং সার সংগ্রহে। যথা,

"সদ্‌গুরুঃ স্বাশ্রিতং শিষ্যং বর্ষ মেকং পরীক্ষয়েৎ॥" ইতি।

সদ্‌গুরু, শরণাগত শিষ্যকে একবৎসর পরীক্ষা করিয়া, পশ্চাৎ মন্ত্র দিবেন্।

এবং শ্রুতি। যথা,

"না সংবৎসর বাসিনে দেযাৎ" ॥ ইতি।

যে শিষ্য সংবৎসর বাসে পরীক্ষিত না হইয়াছে, তাহাকে গুরু মন্ত্র দিবেন্ না।

প্রতিদিন গুরুদেবকে প্রণামাদি দ্বারা পূজা করিবে

তন্ত্রসারে। যথা,

"একগ্রামে স্থিতঃ শিষ্য স্ত্রিসন্ধ্যং প্রণমেদ্ গুরুং।
ক্রোশমাত্র স্থিতো ভক্ত্যা গুরুং প্রতিদিনং নমেৎ॥" ইতি।

শিষ্য যদি গুরুর একগ্রামে বাস করে, তবে ত্রিসন্ধ্যাকাল গুরুকে প্রণাম করিবে। আর যদি এক ক্রোশব্যবধানে বাস করে, তবে প্রতিদিন একবার, গুরুকে প্রণাম করিবে। রিক্তহস্তে গুরু দর্শন করিতে নাই।

হরিভক্তি বিলাস ধৃত, স্মৃতি মহার্ণবে। যথা,

"রিক্ত পাণি র্ন পশ্যেত রাজানং ভিষজং গুরুং" ॥ ইতি।

রিক্তহস্তে রাজাকে, চিকিৎসককে, ও গুরুকে দর্শন করিবে না।

যদি গুরু বিদ্যমান না থাকেন্, তবে তাঁহার পত্নী ও পুত্রাদিকেও উক্ত নিয়মে পূজাদি করিবে।

প্রাণতোষণী ধৃত, কুলাগমে। যথা,

"গুরুবদ্ গুরুপুত্রেষু গুরুবৎ তৎসুতাদিষু।
পূজয়েৎ প্রত্যহং ভক্ত্যা অমুনা বিধিনা প্রিয়ে" ॥ ইতি।
"গুরোরভাবে চার্ব্বঙ্গি গুরুপত্নীং প্রপূজয়েৎ" ॥ ইতি চ।

মহাদেব পার্ব্বতীকে কহিতেছেন। হে প্রিয়ে! গুরুর ন্যায় গুরু পুত্র পৌত্রাদিকেও এই নিয়মে (অর্থাৎ যে নিয়মে গুরুপূজা কর্ত্তব্য

সেই নিয়মে) প্রতিদিন পূজা করিবে। এবং গুরু পত্নীকেও এইরূপ পূজা করিবে।

এবং শাক্তানন্দ তরঙ্গিণী। যথা,

"গন্ধৈ র্মাল্যৈ শ্চ চার্ব্বঙ্গি পূজয়েৎ সর্ব্বদা গুরুং।
গুরোঃপত্নীং তথা দেবি পূজয়েদ্ বিধিনা মুনা" ॥ইতি।

হে চার্ব্বঙ্গি! গন্ধ মাল্যাদি দ্বারা নিত্য গুরুদেবের পূজা করিবে। এইরূপ বিধানে গুরুপত্নীরও পূজা করিবে।

এমনকি গুরু বর্গের মিত্র, দাস, দাসী প্রভৃতিকে ও কখন অনাদর অবমাননা করিবেনা।

প্রাণ তোষণীধৃত কুলার্ণবে। যথা,

"গুরুমিত্র সুহৃদ্দাসী দাসাদ্যান্নাবমানয়েৎ" ॥ ইতি।

গুরু, এবং গুরুর মিত্র, ও সুহৃদ, ও দাস দাসীদিগকেও কখন অবমান করিবেনা।

বিশেষতঃ শ্রীগুরু সেবাবিধি।

যদ্যপি শ্রীগুরু সেবাবিধি সামান্যতঃ উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে পুনশ্চ বিশেষরূপে বিস্তার পূর্ব্বক লিখিত হইতেছে।

শ্রীহরিভক্তি বিলাসধৃত কৌর্ম্মাদি প্রমাণ। যথা,

"উদকুম্ভং কুশান্ পুষ্পং সমিধো ঽস্যা হরেৎ সদা।
মার্জ্জনং লেপনং নিত্য মঙ্গানাং বাসসাং চরেৎ॥
নাস্য নির্ম্মাল্য শয়নং পাদুকোপানহাবপি।
আক্রামে দাসনং ছায়া মাসন্দীং বা কদাচন॥
সাধয়েদ্ দন্তকাষ্ঠাদীন্ কৃত্যং চাস্মৈ নিবেদয়েৎ।
অনাপৃচ্ছ্য ন গন্তব্যং ভবেৎ প্রিয়হিতে রতঃ।
ন পাদৌ সারয়েদস্য সন্নিধানে কদাচন॥
জৃম্ভা হাস্যাদিকং চৈব কণ্ঠ প্রাবরণং তথা।
বর্জ্জয়েৎ সন্নিধৌ নিত্য মথাস্ফোটন মেব চ॥
শ্রেয়স্তু গুরুবদ্ বৃত্তি নিত্যমেব সমাচরেৎ।
গুরু পুত্রেষু দারেষু গুরোশ্চৈব স্ববন্ধুষু॥

দেব্যাগমে। যথা,

"গুরুশয্যাসনং যানং পাদুকে পাদ পীঠকং।
স্নানোদকং তথা চ্ছায়াং লঙ্ঘয়েন্ন কদাচন॥
গুরোরগ্রে পৃথক্ পূজা মদ্বৈতঞ্চ পরিত্যজেৎ;
দীক্ষাং ব্যাখ্যাং প্রভুত্বং চ গুরোরগ্রে বিবর্জ্জয়েৎ॥"
"যত্র যত্র গুরুং পশ্যেৎ তত্র তত্র কৃতাঞ্জলিঃ।
প্রণমেদ্ দণ্ডবদ্ ভূমৌ ছিন্নমূল ইব দ্রুমঃ॥
গুরোর্ব্বাক্যাসনং যানং পাদুকোপানহৌ তথা।
বস্ত্রং ছায়াং তথা শিষ্যো লঙ্ঘয়েন্ন কদাচন॥

মনুস্মৃতি। যথা,

"নোদাহরেদ্ গুরোর্নাম পরোক্ষ মপি কেবলং।
ন চৈবাস্যা নুকুর্ব্বীত গতিভাষণ চেষ্টিতং॥
গুরোগুরৌ সন্নিহিতে গুরুবদ্ বৃত্তি মাচরেৎ।
ন চাবি স্বষ্টো গুরুণা স্বান্ গুরূনভিবাদয়েৎ॥

নারদ পঞ্চরাত্র। যথা,

"যথা তথা যত্র তত্র ন গৃহ্লীয়াচ্চ কেবলং।
অভক্ত্যা ন গুরোর্নাম গৃহ্লীয়াচ্চ যতাত্মবান্॥
প্রণবশ্রীস্ততং নাম বিষ্ণুশব্দাদনন্তরং।
পাদশব্দ সমেতঞ্চ নত মূর্দ্ধাঞ্জলীযুতঃ॥
"ন ত মাজ্ঞাপয়েন্ মোহাৎ তস্যাজ্ঞাং ন চ লঙ্ঘয়েৎ।
নানিবেদ্য গুরোঃ কিঞ্চিদ্ ভোক্তব্যং বা গুরোস্তথা।
"আয়ান্ত মগ্রতো গচ্ছেদ্ গচ্ছন্তং তমনুব্রজেৎ॥
আসনে শয়নে বাপি ন তিষ্ঠেদ গ্রতো গুরোঃ॥
যৎকিঞ্চিদন্নপানাদি প্রিয়ং দ্রব্যং মনোরমং।
সমর্প্য গুরবে পশ্চাৎ স্বয়ং ভুঞ্জীত প্রত্যহং॥
"ন গুরো রপ্রিয়ং কুর্য্যাৎ তাড়িতঃ পীড়িতোঽপি বা।
নাবমন্যেত তদ্বাক্যং নাপ্রিয়ং হি সমাচরেৎ॥
আচার্য্যস্য প্রিয়ং কুর্য্যাৎ প্রাণৈরপি ধনৈরপি।
কর্ম্মণা মনসা বাচা স যাতি পরমাং গতিং॥ ইতি।

প্রতিদিন গুরুর জলকলস, কুশ, পুষ্প, ও

যজ্ঞীয় কাষ্ঠ, ইত্যাদি আহরণ, এবং গৃহ মার্জ্জন, চন্দনাদি লেপন, ও বস্ত্রাদিক্ষালণ করিবে।

গুরুর নির্ম্মাল্য, শয্যা, পাদুকা ও আসন, ও ছায়া, পদ দ্বারা কখনই আক্রম করিবেনা।

প্রতিদিন দণ্ডকাষ্ঠাদি সম্পাদন, ও কর্ত্তব্য বিষয় নিবেদন করিবে। না বলিয়া কোথায় যাইবে না। সর্ব্বদা গুরুর প্রিয়কার্য্যে রত হইবে। কখন গুরুর অগ্রে পাদপ্রসারণ, জৃম্ভা, ও উচ্চ-বাক্য, ও কণ্ঠপ্রাবরণ, এবং অঙ্গুলি আদি মোটন (অর্থাৎ মট্‌কান) করিবেনা। এবং গুরু পুত্রাদিরও সর্ব্বতোভাবে হিত সম্পাদন করিবে। যেমত গুরুর প্রতি ব্যবহার করিবে, সেইরূপ গুরুপুত্রে, গুরু দারে, ও গুরুর জ্ঞাতিবর্গেও ব্যবহার করিবে।

গুরুর স্নান জল, পাদ দ্বারা স্পর্শ, কিম্বা লঙ্ঘন করিবে না। এবং গুরুর অগ্রে পৃথক্ পূজা, ও অন্য ব্যক্তিকে মন্ত্রদান, কিম্বা ব্যাখ্যা, কিম্বা আপনার প্রভুত্ব প্রকাশ, কখনই করিবে না।

যেখানেই গুরুর দর্শন লাভ করিবে, সেই

থানেই কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডবৎ ভূমিতলে প্রণি-
পাত করিবে। এবং গুরুবাক্য কখনই লঙ্ঘন
করিবে না।

গুরুর অসাক্ষাতে ও কখন কেবলমাত্র গুরুর
নামাক্ষর উচ্চারণ করিবে না। এবং তাঁহার
কথা, কি কায়িক চেষ্টার, কোন মতেই অনু-
করণ করিবে না।

আর গুরুর গুরু সন্নিহিত হইলে তাঁহাকেও
গুরুর ন্যায় পূজাদি করিবে। এবং গুরুর আজ্ঞা
না লইয়া, গুরুসমক্ষে নিজ পিতা প্রভৃতিকে
অভিবাদন করিবে না।

কেবলমাত্র গুরুর নামাক্ষর উচ্চারণ করিবে
না। ভক্তিভাবে সংযত হইয়া, অঞ্জলিবদ্ধ করে
প্রণাম পূর্ব্বক, শ্রী এবং পাদ ও বিষ্ণু শব্দাদি
প্রয়োগ সহকারে তাঁহার নাম উচ্চারণ করিবে।
(অর্থাৎ ওঁ শ্রীঅমুক বিষ্ণু পাদ, এইরূপে,
ব্রাহ্মণাদি, ও শূদ্রে শ্রীঅমুক বিষ্ণুপাদ) বলিয়া
উচ্চারণ করিবে।

অজ্ঞান বশতঃ মোহক্রমেও কখন, গুরুকে

কোন বিষয়ে আজ্ঞা করিবে না, এবং তাঁহার আজ্ঞা ও কখন উল্লঙ্ঘন করিবে না।

কোনও দ্রব্য গুরুকে নিবেদন না করিয়া ভক্ষণ করিবে না।

গুরুদেব আসিতেছেন দেখিলেই দূর হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অগ্রে যাইয়া তাঁহাকে আনিবে, এবং গমনকালে ও সঙ্গে সঙ্গে কিছু দূর অনুগমন করিবে।

গুরুর সহিত এক আসনে, একশয্যায়, কিম্বা তাঁহার অগ্রে থাকিবে না।

যাহা কিছু প্রিয় দ্রব্য, অগ্রে গুরুকে নিবেদন করিয়া পশ্চাৎ স্বয়ং ভোজন করিবে।

"তাড়িত; কিম্বা পীড়িত হইলেও, গুরুর অপ্রিয় আচরণ কখনই করিবেনা। কখন তাঁহার অবমাননা, কিম্বা অপ্রিয় আচরণ করিবে না। বরঞ্চ কায়মনোবাক্যে প্রাণ দ্বারা ও গুরুর প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিবে। এইরূপ করিলে পরমাগতি লাভ করিতে পারে।

এই নিয়মে পরীক্ষা দ্বারা বিশেষ রূপে, গুরু

শিষ্য উভয়ে প্রীতিলাভ করিলে, তবে উভয়েরই মঙ্গল। নচেৎ মহাদোষ উপস্থিত হয়।

হরি ভক্তি বিলাস ধৃত নারদ পঞ্চরাত্রে। যথা,

"যো বক্তি ন্যায় রহিত মন্যায়েন শৃনোতি যঃ।
তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ং॥" ইতি।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে শিষ্যের পরীক্ষা না করিয়া, এবং উপরিউক্ত প্রকারে গুরু সেবাদি না করিয়া, যদি মন্ত্রদানাদি কার্য্য করা হয়, তবে উভয়েই ঘোর কষ্টে পতিত হয়, সুতরাং উহা মহাদোষ, তাহার সন্দেহ নাই।

অথ শিষ্য প্রার্থনা।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে গুরুসেবা, ও শিষ্য পরীক্ষাদি হইয়া, উভয়ের মনে প্রীতি হইলে, পরে শিষ্য গুরুর নিকট প্রার্থনা পূর্ব্বক নিজ অভিলাষ ব্যক্ত করিবে॥ এবং নিম্নলিখিত নিয়মে প্রার্থনা করিবে।

বৈষ্ণব তন্ত্রে। যথা,

"ত্রায়স্ব ভো জগন্নাথ গুরো সংসার বহ্নিনা।
দগ্ধং মাং কালদষ্টং চ ত্বামহং শরণং গতঃ" ॥ইতি।

হে জগতের উদ্ধারকর্ত্তা গুরো! সংসাররূপ

ঘোরতর বহ্নিতাপে সর্ব্বদা সন্তপ্ত, কালসর্পদষ্ট আমাকে রক্ষা করুন। আমি আপনার শরণাগত হইলাম।

শিষ্য এইরূপ প্রার্থনা করিলে, তখন গুরুদেব সন্তুষ্ট হইয়া শুভসময়াদিতে তাহাকে সংসার সাগর পার হইবার উপায়, অজ্ঞান নাশক মন্ত্র উপদেশ প্রদান করিবেন্।

অথ দীক্ষাকাল :

যে যে শুভ সময়াদিতে মন্ত্রগ্রহণ বিহিত, তাহা ক্রমশঃ প্রদর্শিত হইতেছে।

তাহার মধ্যে প্রথমতঃ কোন্ কোন্ মাসে দীক্ষা প্রশস্ত, তাহা কহিবার জন্য সাধারণ মাস মাত্রেরই শুভাশুভ নির্ণীত হইতেছে।

হরিভক্তি বিলাসধৃত আগম যথা,

"মন্ত্র স্বীকরণং চৈত্রে বহু দুঃখফলপ্রদং।
বৈশাখে রত্নলাভঃ স্যা জ্জ্যৈষ্ঠে তু মরণং ধ্রুবং॥
আষাঢ়ে বন্ধুনাশায় শ্রাবণে তু ভয়াবহং।
প্রজাহানি র্ভাদ্রপদে সর্ব্বত্র শুভ মাশ্বিনে।

কার্ত্তিকে ধনবৃদ্ধিঃ স্যান্মার্গশীর্ষে শুভপ্রদং ॥
পৌষে তু জ্ঞানহানিঃ স্যান্মাঘে মেধাবিবর্দ্ধনং ॥
ফাল্গুনে সর্ব্ববশ্যত্ব মাচার্য্যৈঃ পরিকীর্ত্তিতং” ॥ইতি।

চৈত্রমাসে মন্ত্রগ্রহণ করিলে বহু দুঃখফল প্রাপ্ত হয়। বৈশাখ মাসে রত্নলাভ হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসে মৃত্যু হয়। আষাঢ় মাসে মন্ত্রগ্রহণে, বন্ধুনাশ, এবং শ্রাবণ মাসে অতি ভয়াবহ হয়। ভাদ্র মাসে, প্রজাহানি হয়। আশ্বিন মাসে মন্ত্রগ্রহণ করিলে সর্ব্ব শুভফল প্রাপ্ত হয়। কার্ত্তিক মাসে ধনবৃদ্ধি, ও অগ্রহায়ণ মাসেও শুভ প্রদান করে। পৌষ মাসে মন্ত্রগ্রহণে জ্ঞানহানি হয়। মাঘ মাসে মেধা বর্দ্ধন হয়। এবং ফাল্গুন মাসে মন্ত্রগ্রহণে সর্ব্ববশ্যত্ব লাভ করিতে পারে। ইহা আচার্য্য গণ কহিয়া থাকেন।

কোথায় কোথায় কিঞ্চিদ্‌ভিন্নভাবে ও কথিত হইয়াছে। যথা,

“সমৃদ্ধিঃ শ্রাবণে নূনং জ্ঞানং স্যাৎ কার্ত্তিকে তথা।
ফাল্গুণেঽপি সমৃদ্ধিঃ স্যান্মলমাসং পরিত্যজেৎ ॥

শ্রাবণ মাসে মন্ত্রগ্রহণ করিলে সমৃদ্ধি ও

কার্ত্তিক মাসে জ্ঞান লাভ হয়। কিন্তু সর্ব্বথা মলমাস পরিত্যাগ করিবে॥

এবং গৌতমীয় তন্ত্রে যথা,

"মন্ত্রারম্ভস্তু চৈত্রে স্যাৎ সমস্ত পুরুষার্থদঃ।
বৈশাখে রত্নলাভঃ স্যা জৈ্যষ্ঠে তু মরণং ধ্রুবং॥
আষাঢ়ে বন্ধুনাশঃ স্যাৎ পূর্ণায়ুঃ শ্রাবণে ভবেৎ।
প্রজানাশো ভবেদ্ ভাদ্রে আশ্বিনে রত্নসঞ্চয়ঃ॥
কার্ত্তিকে মন্ত্রসিদ্ধিঃ স্যান্মার্গশীর্ষে তথা ভবেৎ।
পৌষে তু শত্রুপীড়া স্যান্মাঘে মেধাবিবর্দ্ধনং॥
ফাল্গুণে সর্ব্বকামাঃ স্যু র্মলমাসং পরিত্যজেৎ॥ইতি।

চৈত্র মাসে মন্ত্রগ্রহণ করিলে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চারিটি পুরুষার্থ লাভ হয়। বৈশাখে রত্নলাভ, ও জ্যৈষ্ঠে মরণ হয়। আষাঢ়ে বন্ধু নাশ হয়। শ্রাবণে দীর্ঘায়ু হয়। ভাদ্র মাসে প্রজানাশ ও আশ্বিন মাসে রত্ন সঞ্চয় হয়। কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে, মন্ত্রসিদ্ধি হয়। পৌষ মাসে শত্রু পীড়া ও মাঘে মেধাবৃদ্ধি হয়। ফাল্গুণে সকল কামনা সিদ্ধ হয়। মলমাস সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য॥

স্কন্দপুরাণে। যথা;

"কার্ত্তিকে তু কৃতা দীক্ষা নৃণাং জন্মনিকৃন্তনী।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন দীক্ষাং কুর্ব্বীত কার্ত্তিকে॥ইতি।

কার্ত্তিক মাসে দীক্ষাগ্রহণ করিলে, মনুষ্যের আর জন্ম হয় না। অতএব সর্ব্বতোভাবে কার্ত্তিক মাসেই মন্ত্রগ্রহণ করিবে।

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য ধৃত অগস্ত্যসংহিতা। যথা,

"মধুমাসে ভবেদ্ দুঃখং মাধবে রত্নসঞ্চয়ঃ।
মরণং ভবতি জ্যৈষ্ঠে চাষাঢ়ে বন্ধুনাশনং॥
সমৃদ্ধিঃ শ্রাবণে নূনং ভবেদ্ ভাদ্রপদে ক্ষয়ঃ।
প্রজানা মাশ্বিনে মাসি সর্ব্বত্র শুভ মেব চ॥
জ্ঞানং স্যাৎ কার্ত্তিকে সৌখ্যং মার্গশীর্ষে ভবত্যপি।
পৌষে জ্ঞানক্ষয়ো মাঘে ভবেন্মেধা বিবর্দ্ধনং॥
ফাল্গুনেঽপি বিবৃদ্ধিঃ স্যা মলমাসং বিবর্জ্জয়েৎ॥" ইতি।

চৈত্রমাসে* মন্ত্রগ্রহণে দুঃখ, বৈশাখে রত্নসঞ্চয়, জ্যৈষ্ঠে মরণ, আষাঢ়ে বন্ধুনাশ, শ্রাবণে সমৃদ্ধি, ভাদ্রে ক্ষয়, আশ্বিনে সর্ব্বত্রমঙ্গল, কার্ত্তিকে জ্ঞান, মার্গশীর্ষে সৌখ্য, পৌষে জ্ঞানক্ষয়, মাঘে মেধাবৃদ্ধি, ও ফাল্গুনে বিশেষরূপে বৃদ্ধি হয়।

যদ্যপিও চৈত্রমাসে দীক্ষা নিষিদ্ধ। তথাপি শ্রীমদ্গোপাল মন্ত্র গ্রহণ চৈত্রমাসে প্রশস্ত। ইহা পূর্ব্বাচার্য্যগণ স্বীকার করিয়াছেন্।

অতএব শ্রীহরিভক্তিবিলাস কারিকা। যথা,

"শ্রীমদ্ গোপালমন্ত্রাণাং দীক্ষায়াং তু ন দুষ্যতি।
চৈত্রমাসে যদুক্তা তদ্দীক্ষা তত্রৈব দেশিকৈঃ॥" ইতি।

অর্থাৎ শ্রীমদ্গোপাল মন্ত্র দীক্ষা চৈত্র মাসে দূষিত নহে। যেহেতু দীক্ষাশাস্ত্রকুশল দেশিক-গণ চৈত্রমাসেই গোপালমন্ত্র দীক্ষা প্রশস্তরূপে কহিয়াছেন।

অথ বারশুদ্ধি।

এক্ষণে কোন্ কোন্ বারে মন্ত্রগ্রহণ প্রশস্ত, তাহা কথিত হইতেছে।

হরিভক্তি বিলাসে। যথা,

"রবৌ গুরৌ তথা সোমে কর্ত্তব্যং বুধ শুক্রয়োঃ॥" ইতি।

রবিবারে, বৃহস্পতিবারে, সোমবারে, বুধবারে, এবং শুক্রবারে মন্ত্রগ্রহণ কর্ত্তব্য।

তন্ত্রসারে। যথা,

"রবিবারে ভবেদ্ বিত্তং সোমে শান্তি র্ভবেৎ কিল।
আয়ু রঙ্গারকে হন্তি তত্র দীক্ষাং বিবর্জয়েৎ॥"
বুধে সৌন্দর্য্যমাপ্নোতি জ্ঞানং স্যাৎ তু বৃহস্পতৌ।
শুক্রে সৌভাগ্যমাপ্নোতি যশোহানিঃ শনৈশ্চরে॥

রবিবারে মন্ত্রগ্রহণ করিলে বিত্ত,ও সোমবারে শান্তিলাভ হয়। মঙ্গলবারে আয়ুক্ষয় হয়। অতএব উহাতে দীক্ষা ত্যজ্য। বুধবারে সৌন্দর্য্য লাভ, ও বৃহস্পতিবারে জ্ঞান লাভ, এবং শুক্রবারে সৌভাগ্য লাভ হয়। শনিবারে যশোহানি হয়।

অথ নক্ষত্রশুদ্ধি।

হরিভক্তি বিলাস ধৃত নারদ তন্ত্র। যথা,

রোহিণী শ্রবণার্দ্রা চ ধনিষ্ঠা চোত্তরাত্রয়ং।
পুষ্যং শতভিষশ্চৈব দীক্ষা নক্ষত্র মুচ্যতে॥

ক্বচিচ্চ। যথা,

"অশ্বিনী রোহিণী স্বাতি বিশাখা হস্তভেষু চ।
জ্যেষ্ঠোত্তরা ত্রয়েষ্বেব কুর্য্যান্মন্ত্রাভিষেচনং॥" ইতি।

রোহিণী, শ্রবণা, আর্দ্রা; ধনিষ্ঠা, উত্তরভাদ্রপদ, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরফল্গুনী, পুষ্যা, ও শত-

ভিষা। এই কয়েকটি নক্ষত্র,দীক্ষাবিষয়ে প্রশস্ত। অন্যত্রও উক্ত আছে।

অশ্বিনী, রোহিণী, স্বাতি, বিশাখা, হস্তা, জ্যেষ্ঠা, ও পূর্ব্বোক্ত উত্তরভাদ্র প্রভৃতি তিনটি। এই সকল নক্ষত্রে মন্ত্রগ্রহণ করিবে।

তন্ত্রসারে যথা,

"অশ্বিন্যাং সুখ মাপ্নোতি ভরণ্যাং মরণং ভবেৎ।
কৃত্তিকায়াং ভবেদ্ দুঃখী রোহিণ্যাং বাক্‌পতি র্ভবেৎ॥
মৃগশীর্ষে সুখাবাপ্তি রার্দ্রায়াং বন্ধুনাশনং।
পুনর্ব্বসৌ ধনাঢ্যঃ স্যাৎ পুষ্যে শত্রু বিনাশনং॥
অশ্লেষায়াং ভবেন্মৃত্যু র্মঘায়াং দুঃখমোচনং।
সৌন্দর্য্যং পূর্ব্বফল্গুণ্যাং-প্রাপ্নোতি চ ন সংশয়ঃ॥
জ্ঞানং চোত্তরফল্গুণ্যাং হস্তায়াং চ ধনী ভবেৎ।
চিত্রায়াং জ্ঞানসিদ্ধিঃ স্যাৎ স্বাত্যাং শত্রু বিনাশনং॥
বিশাখায়াং সুখং চানুরাধায়াং বন্ধু বর্দ্ধনং।
জ্যেষ্ঠায়াং সুতহানিঃ স্যান্মূলায়াং কীর্ত্তিবর্দ্ধনং॥
পূর্ব্বাষাঢ়োত্তরাষাঢ়ে ভবেতাং কীর্ত্তিদায়িকে।
শ্রবণায়াং ভবেদ্ দুঃখী ধনিষ্ঠায়াং দরিদ্রতা॥
বুদ্ধিঃ শতভিষায়াং স্যাৎ পূর্ব্বভাদ্রে সুখী ভবেৎ।
সৌখ্যং চোত্তর ভাদ্রে চ রেবত্যাং কীর্ত্তিবর্দ্ধনং॥" ইতি।

অশ্বিনী নক্ষত্রে মন্ত্রগ্রহণ করিলে, সুখ প্রাপ্ত

হয়। ভরণী নক্ষত্রে মরণ, কৃত্তিকায় দুঃখ হয়। রোহিণী নক্ষত্রে বাক্‌পতি, ও মৃগশীর্ষে সুখ প্রাপ্ত হয়। আর্দ্রায় বন্ধুনাশ। পুনর্ব্বসুতে ধনাঢ্য, ও পুষ্যে শত্রু বিনাশ, অশ্লেষায় মৃত্যু, মঘাতে দুঃখ মোচন, পূর্ব্ব ফল্গুণীতে সৌন্দর্য্য লাভ, উত্তর ফল্গুণীতে জ্ঞানলাভ, হস্তাতে ধনী, চিত্রাতে ও জ্ঞানসিদ্ধি, স্বাতি নক্ষত্রে শত্রুবিনাশ, বিশাখাতে সুখপ্রাপ্তি, অনুরাধাতে বন্ধু বৃদ্ধি, জ্যেষ্ঠাতে সুতহানি, মূলাতে কীর্ত্তিবর্দ্ধন, পূর্ব্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়াতে কীর্ত্তিলাভ, শ্রবণায় দুঃখ, ধনিষ্ঠায় দরিদ্রতা, শতভিষায় বুদ্ধিলাভ, পূর্ব্বভাদ্রে সুখী, উত্তরভাদ্রে সৌখ্য, রেবতীতে কীর্ত্তিবৃদ্ধি হয়।

অথ তিথিশুদ্ধি।

হরিভক্তি বিলাস ধৃত সারসংগ্রহে।

"দ্বিতীয়া পঞ্চমী চৈব ষষ্ঠী চৈব বিশেষতঃ।
দ্বাদশ্যামপি কর্ত্তব্যং ত্রয়োদশ্যামথাপি চ ॥"

ক্বচিচ্চ।

"পূর্ণিমা পঞ্চমী চৈব দ্বিতীয়া সপ্তমী তথা।
ত্রয়োদশী চ দশমী প্রশস্তা সর্ব্বকামদা ॥" ইতি।

দ্বিতীয়া, পঞ্চমী, বিশেষতঃ ষষ্ঠীতিথিতে মন্ত্র গ্রহণ প্রশস্ত। দ্বাদশী ও ত্রয়োদশীতেও মন্ত্র গ্রহণ কর্ত্তব্য।

কোথায় বা।

পূর্ণিমা, পঞ্চমী, দ্বিতীয়া, সপ্তমী, ত্রয়োদশী, ও দশমী, এই কয়েকটী তিথি মন্ত্রগ্রহণ বিষয়ে সর্ব্বকামপ্রদা হয়।

তন্ত্রসার ধৃত আগম কল্পদ্রুম। যথা,

"প্রতিপদি কৃতা দীক্ষা জ্ঞান নাশকরী মতা।
দ্বিতীয়ায়াং ভবেজ্জ্ঞানং তৃতীয়ায়াং শুচি র্ভবেৎ॥
চতুর্থ্যাং বিত্তনাশঃ স্যাৎ পঞ্চম্যাং বুদ্ধিনাশনং।
ষষ্ঠ্যাং জ্ঞানক্ষয়ং সৌখ্যং লভতে সপ্তমী দিনে॥
অষ্টম্যাং বুদ্ধিনাশঃ স্যা নবম্যাং বপুষঃ ক্ষয়ঃ।
দশম্যাং রাজসৌভাগ্য মেকাদশ্যাং শুচি র্ভবেৎ॥
দ্বাদশ্যাং সর্ব্বসিদ্ধিঃ স্যাৎ ত্রয়োদশ্যাং দরিদ্রতা।
তির্য্যগ্‌যোনি শ্চতুর্দ্দশ্যাং হানির্মাসাবসানকে॥
পক্ষান্তে ধর্ম্মবুদ্ধিঃ স্যা দস্বাধ্যায়ং বিবর্জয়েৎ।
সন্ধ্যাগর্জিত নির্ঘোষ ভূকম্পোল্কানিপাতনে॥
এতানন্যাংশ্চ দিবসান্ শ্রুত্যুক্তান্ পরিবর্জয়েৎ॥" ইতি।

প্রতিপৎ তিথিতে দীক্ষা গ্রহণ করিলে জ্ঞান নাশ হয়। দ্বিতীয়াতে জ্ঞান, তৃতীয়াতে শুচি,

চতুর্থীতে বিত্ত নাশ, পঞ্চমীতে বুদ্ধিনাশ, ষষ্ঠীতে জ্ঞানক্ষয়, সপ্তমী তিথিতে সৌখ্য, অষ্টমীতে বুদ্ধিনাশ, নবমীতে শরীর ক্ষয়, দশমীতে রাজ-সৌভাগ্য, একাদশীতে শুচি, দ্বাদশীতে সর্ব্ব-সিদ্ধি, ত্রয়োদশীতে দরিদ্রতা, চতুর্দ্দশীতে তির্য্যক্ যোনি প্রাপ্তি, অমাবস্যাতে হানি, ও পূর্ণিমাতে ধর্ম্মবুদ্ধি হয়। কিন্তু অস্বাধ্যায়, সন্ধ্যাগর্জ্জন, বজ্রাঘাত, ভূকম্প, উল্কাপাত, ইত্যাদি, ও অন্যান্য শ্রুতি নিষিদ্ধ দিন সকল পরিত্যাগ করিবে।

যদিও হরিভক্তি বিলাস সম্মানিত কোন কোন তিথির ও অত্রত্য বচনপ্রতিপাদিত তিথির কিঞ্চিৎ ভিন্ন ফল দেখা যাইতেছে। কিন্তু বৈষ্ণব সম্প্র-দায়দিগের, পূর্ব্বোক্ত হরিভক্তি বিলাস প্রমাণা-নুসারে স্থিরকরাই উচিত। যেহেতু তন্ত্র সার-বচন সকল সাধারণ মতে গৃহীত। হরিভক্তি বিলাসে কেবল বৈষ্ণব কর্ত্তব্য রূপে বিচারিত ও আদৃত হইয়াছে।

অথ যোগাদি নির্ণয়।

তন্ত্রসারধৃত বিশ্বসারে। যথা,

"শুভঃ সিদ্ধ শ্চ আয়ুষ্মান্ ধ্রুবযোগ স্ততঃ পরং ॥
প্রীতিঃ সৌভাগ্য যোগশ্চ বৃদ্ধি যোগ স্ততঃপরং।
হর্ষণ শ্চ তথা যোগঃ সর্ব্বতশ্চঃ শুভাবহঃ ॥" ইতি।

শুভ যোগ, আয়ুষ্মান্ যোগ, ধ্রুবযোগ, প্রীতি-যোগ, সৌভাগ্য যোগ, বৃদ্ধি যোগ, হর্ষণ যোগ, এই কয়েকটি যোগ মন্ত্রগ্রহণে সর্ব্বতোভাবে শুভাবহ।

অথ লগ্ন নির্ণয়ঃ।

তন্ত্রসারে। যথা,

"বৃষে সিংহে চ কন্যায়াং ধনুর্মীনাখ্য লগ্নকে।
চন্দ্র তারানুকূলে চ কুর্য্যাদ্ দীক্ষা প্রবর্ত্তনং ॥" ইতি।

বৃষ, সিংহ, কন্যা, ধনু, মীনলগ্নে, চন্দ্রতারা অনুকূলে দীক্ষা কার্য্য সম্পন্ন করিবে।

অথ পক্ষ নিয়ম।

শুক্লপক্ষেই মন্ত্রগ্রহণ প্রশস্ত।

হরি ভক্তি বিলাসে। যথা,

"এবং শুদ্ধে দিনে শুক্ল পক্ষে শুক্র গুর্ব্বদয়ে।
সল্লগ্নে চন্দ্র তারানুকূলে দীক্ষা প্রশস্যতে ॥" ইতি।

পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে, শুদ্ধ দিবসে, শুক্ল-পক্ষে, এবং বৃহস্পতি, ও শুক্রের উদয় সময়ে, চন্দ্র তারানুকূল শুভলগ্নে দীক্ষা প্রশস্ত।

অত্রাপবাদ।

অর্থাৎ যে সকল মাসাদি, নিন্দ্যফল হেতুক, মন্ত্র গ্রহণে নিষিদ্ধ হইয়াছে। তাহার মধ্যে কোন্ কোন্ মাসে কোন কোন্ তিথি, বিশেষ রূপে গ্রাহ্য, তাহা নির্ণীত হইতেছে।

তন্ত্র সারধৃত রত্নাবলী। যথা,

"ষষ্ঠী ভাদ্রপদে মাসি ইষে কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী।
কার্ত্তিকে নবমী শুক্লা মার্গে শুক্ল তৃতীয়িকা॥
পৌষে চ নবমী শুক্লা মাঘে শুক্ল চতুর্থিকা।
ফাল্গুনে নবমী শুক্লা চৈত্রে কাম চতুর্দ্দশী॥
বৈশাখে চাক্ষয়া চৈব জ্যৈষ্ঠে দশহরা তিথিঃ।
আষাঢ়ে পঞ্চমী শুক্লা শ্রাবণে কৃষ্ণ পঞ্চমী॥
এতানি দেবপর্ব্বাণি তীর্থ কোটি ফলং লভেৎ।
অত্র দীক্ষা প্রকর্ত্তব্যা ন মাসঞ্চ পরীক্ষয়েৎ॥
ন বারং ন চ নক্ষত্রং ন তিথ্যাদিক দূষণং।
ন যোগ করণঞ্চৈব শঙ্করেণ চ ভাষিতং॥

অন্যচ্চ।

"চৈত্রে ত্রয়োদশী শুক্লা বৈশাখৈকাদশী সিতা।
জ্যৈষ্ঠে চতুর্দ্দশী কৃষ্ণা আষাঢ়ে নাগপঞ্চমী॥

শ্রাবণৈকাদশী ভাদ্রে রোহিণী সংযুতাষ্টমী।
আশ্বিনে চ-মহাপুণ্যা মহাষ্টম্যাপ্যভীষ্টদা।
কার্ত্তিকে নবমী শুক্লা মার্গশীর্ষে তথান্বিতা।
ষষ্ঠী চতুর্দ্দশী পৌষে মাঘেহপ্যেকাদশীসিতা।
ফাল্গুনে চ সিতা ষষ্ঠী চেতিকাল বিনির্ণয়ঃ॥" ইতি।

ভাদ্র মাসে, ষষ্ঠী তিথি, আশ্বিন মাসে কৃষ্ণ-পক্ষীয় চতুর্দ্দশী, কার্ত্তিক মাসে শুক্লা নবমী, অগ্রহায়ণ মাসে শুক্লা তৃতীয়া, পৌষ মাসে শুক্লা নবমী, মাঘ মাসে শুক্লা চতুর্থী, ফাল্গুন মাসে শুক্ল নবমী, চৈত্র মাসে মদন চতুর্দ্দশী, বৈশাখে অক্ষয়া তৃতীয়া, জ্যৈষ্ঠ মাসে দশহরা, আষাঢ়-মাসে শুক্লা নবমী, শ্রাবণে কৃষ্ণানবমী, এই সকল তিথিগুলি দেবপর্ব্ব। অতএব ইহাতে দীক্ষা অতিশয় প্রশস্ত। এই সকল তিথিতে মাস, বার, পক্ষ, ও নক্ষত্র ও যোগাদি কিছুরই শুদ্ধি আবশ্যক করে না। ভগবান্ মহাদেব ইহা কহিয়াছেন্।

আরো। মতান্তর প্রদর্শিত হইতেছে।

চৈত্র মাসে শুক্লা ত্রয়োদশী, বৈশাখে শুক্লা একাদশী, জ্যৈষ্ঠে কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী, আষাঢ় মাসে

মাগ পঞ্চমী, শ্রাবণে একাদশী, ভাদ্রে রোহিণী-যুক্তাষ্টমী, আশ্বিন মাসে মহাষ্টমী, কার্ত্তিকে শুক্লা নবমী, অগ্রহায়ণে শুক্লা ষষ্ঠী, পৌষে শুক্লা চতুর্দ্দশী, মাঘে শুক্লা একাদশী, ফাল্গুন-মাসে শুক্লাষষ্ঠী, এই সকল তিথি গুলিও মন্ত্র গ্রহণে প্রশস্ত।

হরি ভক্তি বিলাসে, রুদ্রযামল। যথা,

"সত্তীর্থে হর্ক বিধুগ্রাসে তন্তু দামন পর্ব্বণোঃ।
মন্ত্র দীক্ষাং প্রকুর্ব্বীত মাসর্ক্ষাদি ন শোধয়েৎ॥" ইতি।

সত্তীর্থে, এবং চন্দ্র সূর্য্যগ্রহণে, এবং তন্তুদাম-পর্ব্ব, (অর্থাৎ শ্রাবণী পৌর্ণমাসী তিথি, ও চৈত্র শুক্লাচতুর্দ্দশী) তিথিতে মন্ত্র গ্রহণ করিবে। এই সকল স্থলে মাসাদি শোধন করিতে হয় না।

এবং।

"সূর্য্য গ্রহণ কালেন সমানো নাস্তি কশ্চন।
তত্র যদ্‌যৎ কৃতং সর্ব্ব মনন্ত ফলদং ভবেৎ॥
ন মাস তিথি বারাদি শোধনং সূর্য্যপর্ব্বণি॥" ইতি।

তন্মধ্যে সূর্য্যগ্রহণ কাল তুল্য আর কোন সময় নাই। ঐ সময়ে সৎকার্য্য অনুষ্ঠিত

হইলে, অনন্ত ফলপ্রদ হয়। এবং মাস তিথি বারাদি শোধনের কিছুমাত্র আবশ্যক থাকে না।

আরো বিশেষরূপে কহিতেছেন।

তন্ত্রসারে। যথা,

"দুর্লভে সদ্‌গুরূণাঞ্চ সকৃৎ সঙ্গ উপস্থিতে।
তদনুজ্ঞা যদা লব্ধা স দীক্ষা বসরো মহান্॥
গ্রামে বা যদি বা রণ্যে ক্ষেত্রে বা দিবসে নিশি।
আগচ্ছতি গুরুর্দৈবাদ্ যদা দীক্ষা তদাজ্ঞয়া॥
যদৈবেচ্ছা তদা দীক্ষা গুরোরাজ্ঞানুরূপতঃ॥" ইতি।

তাদৃশ সদ্‌গুরুর সঙ্গ অতি দুর্লভ। কিন্তু ভাগ্যাধীন যদি লাভ হয়। তবে যখনই গুরুর আজ্ঞা হইবে, সেই সময়ই দীক্ষাগ্রহণ প্রশস্ত। গ্রামেই হউক, আর অরণ্যেই হউক ক্ষেত্রে হউক, অথবা দিবসে, কিম্বা যখনই হউক তাদৃশ সদ্‌গুরু দৈবাৎ উপস্থিত হইলে তাঁহার আজ্ঞানুসারে, তখনই দীক্ষাগ্রহণ করিবে।

তন্ত্রসারে। যথা,

"লগ্নে বাপ্যথবা লগ্নে যত্র তত্র তিথাবপি।
গুরো রাজ্ঞানুরূপেণ দীক্ষা কার্য্যা বিশেষতঃ॥" ইতি।

লগ্নেই হউক, আর অলগ্নেই হউক, যে কোন তিথিতেই হউক, গুরুর আজ্ঞানুসারে দীক্ষা কর্ত্তব্য।

অর্থাৎ পরীক্ষিত তাদৃশ সদ্‌গুরু দৈবাৎ ক্রমে যদি উপস্থিত হয়েন্। তখন পূর্ব্বোক্ত মাস ও তিথ্যাদির নিয়ম অপেক্ষা না করিয়া, গুরুর আজ্ঞা মাত্র অবলম্বনে দীক্ষা গ্রহণ করিবে।

পূর্ব্বোক্ত প্রমাণ সকল দ্বারা ইহাই স্থির হইল, যে তাদৃশ সদ্‌গুরুর নিকট হইতে নিজে ও সদ্‌গুণাবলম্বী হইয়া শুভ সময়াদিতে মন্ত্র গ্রহণ করিবে।

অতঃপর এই তন্ত্রোক্ত মন্ত্র গ্রহণে কাহার সকল স্ব অধিকার আছে, ইহা দেখান আবশ্যক। যদিও প্রথমতই মন্ত্র গ্রহণের অবশ্য কর্ত্তব্যতা-হেতুক, সকলকার পক্ষেই বিধি প্রাপ্ত হই-য়াছে। তথাপি বিশেষরূপে শাস্ত্রানুসারে, অধিকারি নির্ণয় করা হইতেছে।

অথ অধিকারি নির্ণয়।

শ্রীহরি ভক্তি বিলাস কারিকা। যথা,

"তান্ত্রিকেষু চ মন্ত্রেষু দীক্ষায়াং যোষিতামপি।
সাধ্বীনামধিকারোঽস্তি শূদ্রাদীনাঞ্চ সদ্ধিয়াং॥" ইতি।

তান্ত্রিক মন্ত্রগ্রহণ বিষয়ে, পতিব্রতা স্ত্রী, ও ব্রাহ্মণ সেবাতৎপর উত্তম প্রকৃতি শূদ্রাদির ও অধিকার আছে।

স্মৃত্যর্থ সারে, পদ্ম পুরাণ। যথা,

"আগমোক্তেন মার্গেণ স্ত্রী শূদ্রৈশ্চৈব পূজনং।
কর্ত্তব্যং শ্রদ্ধয়া বিষ্ণো শ্চিন্তয়িত্বা পতিং হৃদি॥ ইতি।

আগমোক্ত প্রণালীদ্বারা, স্ত্রী ও শূদ্র, ইহারা, জগৎ পতি সেই ভগবান্ বিষ্ণুকে, হৃদয়ে চিন্তা-করিয়া, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তাঁহার পূজা করিবে।

অগস্ত্য সংহিতা। যথা,

"শুচিব্রত তমাঃ শূদ্রা ধার্ম্মিকা দ্বিজ সেবকাঃ।
স্ত্রিয়ঃ পতিব্রতা শ্চান্যে প্রতি লোমানুলোমজাঃ॥
লোকা শ্চাণ্ডাল পর্য্যন্তাঃ সর্ব্বেঽপ্যত্রাধিকারিণঃ॥" ইতি।

অতি পবিত্র চরিত্র, দ্বিজ সেবক ধার্ম্মিক শূদ্র, ও পতিব্রতা স্ত্রী, এবং প্রতি লোমজ, ও

অনুলোমজ চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলেই, নির্ম্মলচিত্ত হইলে, মন্ত্র গ্রহণে অধিকারী হইতে পারে।

এবং ক্রমদীপিকা। যথা,

"সর্ব্বেষু বর্ণেষু তথাশ্রমেষু,
নারীষু নানাহ্বয় জন্মভেষু
দাতা ফলানামভি বাঞ্ছিতানাং
দ্রাগেব গোপালক মন্ত্র এষঃ॥" ইতি।

ব্রাহ্মণ; ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শূদ্র, এই চারিবর্ণ, এবং সকল আশ্রমে, কি স্ত্রী, কি পুরুষ, সকলেরই পক্ষে এই গোপাল মন্ত্র, বাঞ্ছিতার্থ প্রদ হয়েন্।

এইরূপে সকলেই পূর্ব্ব কথিত নিয়মানুসারে সদ্গুণ সম্পন্ন হইয়া, পূর্ব্বোক্ত লক্ষণযুক্ত গুরুর নিকটে মন্ত্র গ্রহণ করিবে। এক্ষণে মন্ত্র প্রদান করিতে হইলে, গুরুর ও সিদ্ধ সাধ্যাদি বিচার পূর্ব্বক, মন্ত্র প্রদান কর্ত্তব্য। তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

হরিভক্তি বিলাসে। যথা,

"গুরুশ্চ সিদ্ধ সাধ্যাদি মন্ত্রদানে বিচারয়েৎ।
স্বকুলাস্তকুলত্বঞ্চ বাল প্রৌঢ়ত্ব মেব চ।

স্ত্রীপুং নপুংসকত্বঞ্চ রাশি নক্ষত্র মেলনং ॥
সুপ্ত প্রবোধ কালঞ্চ তথা ঋণ ধনাদিকং ॥" ইতি ॥

গুরুও মন্ত্রদান বিষয়ে, মন্ত্রের সিদ্ধ সাধ্যাদি বিচার যাহা আছে। সেই সকল বিশেষ রূপে, বিচার পূর্ব্বক, পশ্চাৎ মন্ত্র প্রদান করিবেন্।

এস্থলে ঐ সিদ্ধ সাধ্যাদি যে সকল বিধয় সাধারণের জানিবার অনাবশ্যক। কেবল মাত্র গুরুরই জ্ঞাত হওয়া উচিত, অথচ অতি গভীরার্থ, তাহা প্রদর্শিত হইল না।

বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রে, ঐ সকল বিষয়ের বিশেষ আবশ্যক হয় না।

শ্রীহরিভক্তি বিলাস। যথা,

"শ্রীমদ্ গোপাল দেবস্য সর্ব্বৈশ্বর্য্য প্রদর্শিনঃ।
তাদৃক্ শক্তিষু মন্ত্রেষু নহি কিঞ্চিদ্ বিচার্য্যতে ॥" ইতি।

সর্ব্বৈশ্বর্য্য প্রকাশক, শ্রীমদ্‌গোপাল দেবের মন্ত্র সকলও তাদৃশ শক্তিসম্পন্ন। এই নিমিত্ত গোপাল মন্ত্রে কিছু বিচার করিতে হয় না।

ত্রৈলোক্য সম্মোহন তন্ত্রে। যথা,

"ন চাত্র শাত্রবা দোষা নর্ণস্বাদি বিচারণা।
ঋক্ষ রাশি বিচারো বা ন কর্ত্তব্যো মনৌ প্রিয়ে ॥" ইতি।

ভগবান্ মহাদেব পার্ব্বতীকে কহিতেছেন।

হে প্রিয়ে! এই গোপালমন্ত্রে, সিদ্ধ সাধ্যাদি বিচার, কিম্বা রাশি নক্ষত্র, কিম্বা ঋণি ধন্যাদি কিছুরই বিচার করিতে হয় না।

এবং বৃহদ্ গৌতমীয়ে। যথা,

"নাত্র চিন্ত্যোঽহরি মিত্রাদি নারি মিত্রাদি লক্ষণং।
ন বা প্রয়াস বাহুল্যং সাধনে ন পরিশ্রমঃ॥
অজ্ঞান তূলরাশেশ্চ অনলঃ ক্ষণমাত্রতঃ।
সিদ্ধসাধ্য সুসিদ্ধারি রূপা নাত্র বিচারণা॥
সর্ব্বেষাং সিদ্ধমন্ত্রাণাং যতো ব্রহ্মাক্ষরো মনুঃ॥" ইতি।

এই শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্রে, অরি, মিত্র, ইত্যাদির বিচার করিতে হয় না। আর ইহার সাধন বিষয়ে, প্রয়াস বাহুল্য, কিম্বা অতিরিক্ত পরিশ্রমও হয় না। এবং ইহাতে সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ, অরি প্রভৃতি যে সকল বিচার অন্যমন্ত্রে আবশ্যক, তাহা কিছুই আবশ্যক নাই। যেহেতু গোপালমন্ত্র প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন রাশিকৃত তূলাকে অনায়াসে ভস্মসাৎ করে, সেইরূপ ইনিও অজ্ঞান রাশিকে ক্ষণমাত্রে দগ্ধ করিয়া ফেলেন। ইনি সকল সিদ্ধমন্ত্রগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সাক্ষাৎ ব্রহ্মাক্ষর।

যেরূপ সিদ্ধসাধ্যাদি বিচার আবশ্যক হয় না।
এইরূপ মন্ত্রের যে দশবিধ সংস্কার শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। কেবল এই শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্রে তাহারও আবশ্যক নাই।

শ্রীহরিভক্তি বিলাস কারিকা। যথা,

"বলিষ্ঠাং কৃষ্ণমন্ত্রাণাং সংস্কারাপেক্ষণং নহি।
নানাত্বোদ্দেশমাত্রেণ তথাপ্যেতদুদীরিতং॥" ইতি।

যদ্যপি শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র অতি উর্জস্বী, ইহা স্বাভাবিক বলবান্। এই মন্ত্রে জনন, তাড়ন প্রভৃতি যে সকল সংস্কার আছে তাহার আবশ্যক হয় না। তথাপি সামান্যতঃ সাধারণ পক্ষে প্রয়োজনীয় বোধে উহাদিগের প্রত্যেকের লক্ষণ প্রদর্শিত হইতেছে।

হরিভক্তি বিলাস ধৃত শারদা তিলক। যথা,

"জননং জীবনঞ্চেতি তাড়নং বোধনং তথা।
অথাভিষেকো বিমলীকরণাপ্যায়নে পুনঃ॥
তর্পণং দীপনং গুপ্তি র্দশৈতা মন্ত্রসংক্রিয়া॥" ইতি।

জনন—১ জীবন—২ তাড়ন—৩ বোধন—৪ অভিষেক—৫ বিমলীকরণ—৬ আপ্যায়ন—৭ তর্পণ—৮ দীপন—৯ গোপন—১০ এই দশটী

মন্ত্রের সংস্কার। ক্রমশঃ ইহাদের প্রত্যেকের লক্ষণ প্রদর্শিত হইতেছে ॥

হরিভক্তি বিলাসে। যথা,

"মন্ত্রাণাং মাতৃকাযন্ত্রাদুদ্ধারো জননং (১) স্মৃতং।
প্রণবান্তরিতান্ কৃত্বা মন্ত্রবর্ণান্ জপেৎ সুধীঃ।
এতজ্জীবন (২) মিত্যাহু র্মন্ত্রতন্ত্র বিশারদাঃ।
মন্ত্রবর্ণান্ সমালিখ্য তাড়য়েচ্চন্দনাদিনা।
প্রত্যেকং বায়ুনা মন্ত্রী তাড়নং (৩) তদুদাহৃতং।
বিলিখ্য মন্ত্রং তং মন্ত্রী প্রসূনৈঃ করব রজৈঃ।
তন্মন্ত্রাক্ষরসংখ্যাতৈর্হন্যাদ্ যং তেন রোধনং (৪)
স্ব তন্ত্রোক্ত বিধানেন মন্ত্রী মন্ত্রার্ণসংখ্যয়া।
অশ্বত্থপল্লবৈর্মন্ত্রমভিষিঞ্চে (৫) দ্বিশুদ্ধয়ে।
স্বতন্ত্রোক্ত বিধানেন মূর্দ্ধি তোয়েন দেশিকঃ।
নমোঽন্তং মন্ত্রমুচ্চার্য্য তদন্তে দেবতাভিধাং।
দ্বিতীয়ান্তা মহং পশ্চাদভিষিঞ্চাম্যনেন তু।
তোয়ৈরঞ্জলিবদ্ধৈশ্চাপ্যভিষিঞ্চেৎ (৫) স্বমূর্দ্ধনি। ইতি বা।
সঞ্চিন্ত্য মনসা মন্ত্রং জ্যোতি র্মন্ত্রেণ নির্দহেৎ।
মন্ত্রে মলত্রয়ং মন্ত্রী বিমলীকরণং (৬) ত্বিদং।
কুশোদকেন মন্ত্রেণ প্রত্যর্ণং প্রোক্ষণং মনোঃ।
তেন মন্ত্রেণ বিধিবৎ এতদাপ্যায়নং (৭) স্মৃতং॥
মন্ত্রেণ বারিণা মন্ত্রে তর্পণং তর্পণং (৮) মতং।
তার মায়া রমা যোগো মনো দীপন (৯) মুচ্যতে।

জপ্যমানস্ত মন্ত্রস্য গোপনং ত্ব প্রকাশনং (১০) ॥ ইতি।

মাতৃকা যন্ত্র হইতে মন্ত্রের উদ্ধারের নাম জনন।১

আদ্যন্তে প্রণব দিয়া মন্ত্রবর্ণ উচ্চারণের নাম জীবন।২

প্রত্যেক মন্ত্রবর্ণ লিখিয়া বায়ুবীজ পাঠকরত চন্দন সংপৃক্ত জল দ্বারা তাড়নের নাম তাড়ন।৩

মন্ত্রবর্ণ লিখিয়া, মন্ত্রবর্ণ সংখ্যক করবীর পুষ্প দ্বারা হননের নাম রোধন।৪

মন্ত্রবর্ণ সংখ্যক অশ্বত্থ পত্রের জলদ্বারা স্ব তন্ত্রোক্ত বিধানে যে অভিষেচন তাহাই অভিষেক।৫

অথবা অঞ্জলিবদ্ধ করে, স্ব তন্ত্রোক্ত বিধানানুসারে অমুক দেবতাকে অভিষেককরি, এই বলিয়া নমঃ শব্দান্ত দ্বিতীয়াপদযুক্ত দেবতা নাম উচ্চারণপূর্ব্বক, স্বমস্তকে জল সেচনের নাম ও অভিষেক।৫

অর্থাৎ মূলমন্ত্র দ্বারা, অমুকং দেবং অভিষিঞ্চাম্যহংনমঃ; এইরূপ প্রয়োগ পূর্ব্বক মস্তকে, জল প্রক্ষেপ করিবে।

মানসে মন্ত্র চিন্তা করিয়া জ্যোতির্মন্ত্র দ্বারা মন্ত্রে মলাত্রয় দহনের নাম বিমলীকরণ।৬

মন্ত্র পাঠ করতঃ কুশোদক দ্বারা মন্ত্রের প্রত্যেকবর্ণের প্রোক্ষণের নাম আপ্যায়ন।৭

মন্ত্র ও জলদ্বারা মন্ত্রে তর্পণের নাম তর্পণ।৯

মন্ত্রে তার (প্রণব) মায়া (বীজ) রমা (বীজ) যোগের নাম দীপন।৯

যে মন্ত্র জপ্যমান্, তাহার অপ্রকাশনের নাম গোপন।১০

এই দশবিধ সংস্কার শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র ভিন্ন অন্য মন্ত্রে আবশ্যক হয়।

অথ বিষ্ণু ও বৈষ্ণব মন্ত্র মাহাত্ম্য।

প্রসঙ্গাধীন ভগবান্ বিষ্ণুর, ও বৈষ্ণব মন্ত্রের মাহাত্ম্য কথিত হইতেছে।

শ্রীহরিভক্তি বিলাসে, স্কন্দ পুরাণ। যথা,

"বাসুদেবং পরিত্যজ্য যোন্যদেব মুপাসতে।
ত্যক্ত্বামৃতং স মূঢ়াত্মা ভুঙ্‌ক্তে হালাহলং বিষং॥ ইতি।

ভগবান্ বাসুদেবকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক, যে মূঢ় অন্য দেব উপাসনা করে। তাহার পক্ষে

অমৃত পরিত্যাগ করিয়া হলাহল বিষ ভোজন করা হয়।

মহাভারতেও উক্ত আছে। যথা,

"যস্তু বিষ্ণুং পরিত্যজ্য মোহাদন্য মুপাসতে।
স হেমরাশিমুৎসৃজ্য পাংশুরাশিং জিঘৃক্ষতি॥" ইতি।

যে ব্যক্তি মোহ বশতঃ বিষ্ণুকে পরিত্যাগ করিয়া, অন্য দেবের উপাসনা করে। সে ব্যক্তি সুবর্ণরাশি ত্যাগ করিয়া পাংশু সমূহকে সঞ্চয় করিতে ইচ্ছা করে।

শ্রীমদ্ভাগবতে। যথা,

"অথাপি যৎপাদ নখাবসৃষ্টং
জগদ্বিরিঞ্চোপহৃতার্হনাম্ভঃ।
সেশং পুনাত্যন্যতমো মুকুন্দাৎ,
কো নাম লোকে ভগবৎ পদার্থঃ" ॥ইতি।

যদ্যপি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, তিনই ঈশ্বর। তথাপি ব্রহ্মা ভক্তিভাবে যাঁহার চরণে অর্ঘ্য সমর্পণ করেন। ঐ অর্ঘ্যোদক, চরণ হইতে নিঃসৃত হইয়া, মহাদেবের সহিত সকল জগৎকে পবিত্র করেন। অতএব সেই মুক্তিদাতা হইতে

ভগবৎ পদার্থ আর কি আছে। অর্থাৎ তিনিই সর্ব্বেশ্বর।

এবং হরিবংশে শিববাক্য। যথা,

"হরিরেব সদারাধ্যো ভবদ্ভিঃ সত্ত্ব সংস্থিতৈঃ।" ইতি।
বিষ্ণুমন্ত্রং সদা বিপ্রাঃ পঠধ্বং ধ্যাত কেশবং" ॥ইতি।

মহাদেব বলিতেছেন, হে বিপ্রগণ! তোমরা সত্ত্ব গুণাবলম্বনে একমাত্র হরিরই আরাধনা কর। এবং তাঁহারই মন্ত্র পাঠ কর, ও তাঁহাকেই ধ্যান কর॥

এবং শ্রুতিও। যথা,

"কৃষ্ণ এব পরো দেব স্তংধ্যায়েৎ।"

শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরমদেব। অতএব তাঁহারই ধ্যান ও জপ করিবে।

বৈষ্ণবমন্ত্র মাহাত্ম্যও শ্রীহরিভক্তি বিলাসধৃত আগমে। যথা,

"মন্ত্রান্ শ্রীমন্ত্ররাজাদীন্ বৈষ্ণবান্ গুর্ব্বনুগ্রহাৎ।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যং জপন্ প্রাপ্য যাতি বিষ্ণোঃপরং পদং" ॥ইতি।

শ্রীগুরু দেবের অনুগ্রহে মন্ত্র দিগের রাজা বৈষ্ণব মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া, জপ করিলে, সর্ব্বৈ-

শর্য্যলাভ করতঃ ভগবান্ বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হয়।

এবং অগস্ত্য সংহিতা যথা,

"সর্ব্বেষু মন্ত্র বর্গেষু শ্রেষ্ঠং বৈষ্ণবমুচ্যতে"॥ ইতি।

এবং বৃহদ্ গৌতমীয়ে। যথা,

সর্ব্বেষাং মন্ত্রবর্য্যাণাং শ্রেষ্ঠো বৈষ্ণব উচ্যতে।
বিশেষাৎ কৃষ্ণমনবো ভোগমোক্ষৈক সাধনং॥

যত শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ মন্ত্র আছে, তাহাদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র। শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্রে সামান্য ভোগাদি সিদ্ধির কথাকি, মোক্ষ পর্য্যন্ত অনায়াসে সিদ্ধ হয়।

এই শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র দীক্ষা বিষয়ে বৈষ্ণব গুরুই উচিত।

পদ্মপুরাণে। যথা,

"মহাভাগবত'শ্রেষ্ঠো ব্রাহ্মণো বৈ গুরুর্নৃণাং।
সর্ব্বেষামেব বর্ণানামসৌ পূজ্যো যথা হরিঃ" ॥ইতি

পরম ভাগবত যে ব্রাহ্মণ, তিনিই সকলবর্ণের গুরু। এবং যেরূপ হরি, সেইরূপ গুরুদেবও পূজনীয়।

"মহাকুল প্রসূতোঽপি সর্ব্ব যজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্র শাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ" ॥ইতি।

যদি উত্তম বংশে প্রসূত হয়, এবং সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষিত, ও বেদের সহস্র শাখাধ্যায়ী হয়। তথাপি অবৈষ্ণব কখন গুরু হইতে পারেনা ॥

অতএব নারদপঞ্চরাত্রে। যথা,

"অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ ন পরাগতিঃ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ বৈষ্ণবাদ্ গ্রাহয়েন্মনুং" ॥ইতি।

যদি অবৈষ্ণব নিকটে বিষ্ণু মন্ত্রে দীক্ষিত হয়। তবে সে মন্ত্র দ্বারা সদ্গতি লাভ হয়-না। অতএব পুনশ্চ বৈষ্ণব গুরুর নিকট হইতে বিধিপূর্ব্বক মন্ত্র গ্রহণ করিবে।

বৃহদ্ গৌতমীয় তন্ত্রে। যথা,

"তস্মান্নন্বেষ্টেত সৎশিষ্যো গুরুং কৃষ্ণ পরায়ণং।
সুদূর মপি গন্তব্যং যতঃ কৃষ্ণাশ্রয়ো গুরুঃ ॥" ইতি।

সৎশিষ্য, কৃষ্ণপরায়ণ গুরু করিবে। যদি নিকটে না পাওয়া যায়, দূরদেশেও গমন করিবে, যেখানে তাদৃশ গুরু প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এক্ষণে সর্ব্বতোভাবে ইহা স্থির হইল, যে

বৈষ্ণব মন্ত্রোপদেশ বিষয়ে, পূর্ব্বোক্ত তাদৃশ লক্ষণযুক্ত বৈষ্ণবই গুরু হইবেন।

অথ বৈষ্ণব লক্ষণ।

শ্রীহরিভক্তি বিলাসে, লিঙ্গপুরাণ। যথা,

"বিষ্ণুরেব হি যস্তৈ ব দেবতা বৈষ্ণবঃ স্মৃতঃ।।" ইতি।

ভগবান্ বিষ্ণুই যাহার দেবতা (অর্থাৎ উপাস্য) ইহাকেই বৈষ্ণব কহে।

স্কন্দ পুরাণে। যথা,

"নৈকাদশীং ত্যজেদ্ যস্ত যস্ত দীক্ষাস্তি বৈষ্ণবী।
সমাত্মা সর্ব্বজীবেষু নিজাচারাদবিপ্লুতঃ।
বিষ্ণর্পিতাঽখিলাচারঃ সহি বৈষ্ণব উচ্যতে॥" ইতি।

যিনি বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত। সর্ব্বজীবে সমভাব, ও একাদশী ব্রত কখন ত্যাগ করেন্ না। নিজ আচার তৎপর, এবং বিষ্ণুতেই সকল অর্পিত করিয়াছেন, তিনিই বৈষ্ণব।

পদ্ম পুরাণে। যথা,

"সদীক্ষাবিধি সন্ন্যাসং সযন্ত্রং দ্বাদশাক্ষরং।
অষ্টাক্ষর মথান্তং বা যে মন্ত্রং সমুপাসতে।
জ্ঞেয়াস্তে বৈষ্ণবা লোকে বিষ্ণুভক্ত রতা তথা॥" ইতি।

দীক্ষাবিধ্যনুসারে, ন্যাস; ও যন্ত্র সহিত, দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র, কি অষ্টাক্ষর, কিম্বা অন্যান্য বিষ্ণুমন্ত্রে যাহারা উপাসনা করে তাহাদিগকেই বৈষ্ণব কহে।

প্রয়োজনমতে বৈষ্ণব লক্ষণ সামান্য রূপে প্রদর্শিত হইল। হরিভক্তি বিলাসাদিতে বহু বিস্তার বর্ণিত আছে। ফলতঃ ইহাদ্বারা এইটি সুসিদ্ধ হইল যে বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, বিষ্ণু ভক্তি পরায়ণ ব্যক্তিকেই বৈষ্ণব কহে। এস্থলে ইহাও জানিতে হইবে, যে বৈষ্ণব শব্দে কেবল উপরি উক্ত লক্ষণমাত্র যুক্ত হইলেই হইবে, তাহা নহে। সম্প্রদায়সিদ্ধ বৈষ্ণব হওয়া আব-শ্যক। অসাম্প্রদায়িক বৈষ্ণব নিকটে মন্ত্রগ্রহণে সফল হয় না।

প্রমাণ, পদ্মপুরাণ। যথা,

"সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ।
অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ।
শ্রীব্রহ্ম রুদ্র সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতি পাবনাঃ।
চত্বারস্তে কলৌ ভাব্যা হ্যুৎকলে পুরুষোত্তমাৎ॥" ইতি।

সম্প্রদায় বিহীন মন্ত্রগণ বিফল হয়। অর্থাৎ

তাঁহাদিগকে জপ করিলেও ফলপ্রদান করেন না। এই হেতু কলিযুগে চারিটি সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক হইবেন। শ্রী, ব্রহ্মা, রুদ্র, সনক, ইঁহারাই কলিযুগে পৃথিবীর পবিত্রতা নিমিত্ত, উৎকলে, শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে, সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক রূপে অবতীর্ণ হইবেন।

গৌতমীয় তন্ত্রে। যথা,

"সম্প্রদায়োপদিষ্টা যে তেষাং সিদ্ধিক্রতং ভবেৎ ॥" ইতি।

সম্প্রদায়ানুসারে উপদিষ্ট মন্ত্র আশুফলপ্রদ হয়েন। অতএব অসাম্প্রদায়িক, অবৈষ্ণব নিকটে বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ সর্ব্বথা নিষিদ্ধ। যদি দৈবাৎ অনবধানাদি বশতঃ ঘটে, তবে পুনশ্চ তাদৃশ বৈষ্ণব গুরুর নিকট দীক্ষিত হইবে।

প্রমাণ। পূর্ব্বোক্ত। যথা,

"অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্ বৈষ্ণবাদ্ গুরোঃ ॥" ইতি।

অবৈষ্ণবোপদিষ্ট মন্ত্র দ্বারা সদ্গতি লাভ হয় না। সুতরাং বৈষ্ণব গুরুর নিকট সম্যক্

রূপে বিধি পূর্ব্বক পুনশ্চ মন্ত্র গ্রহণ করিবে। যদিঁ চ তন্ত্রসার ধৃত বচনে মন্ত্রত্যাগ নিষিদ্ধ আছে। উহা যথার্থ শাস্ত্র বিহিত উপযুক্ত গুরুত্যাগ বিষয়ে জানিতে হইবে।

প্রমাণ। যথা,

"গৃহীতমন্ত্র স্ত্যক্তব্যো গুরুশ্চেদ্দোষ সংযুতঃ।
মহাপাতক যুক্তো বা গুরুশ্চেদ্দেব নিন্দকঃ।
অনুচ্চার্য্যস্তু যো মন্ত্রঃ শত্রুগেহ গতস্তথা।
অসংস্কৃত গৃহীতশ্চা বিধি দীক্ষাপুরঃসরঃ।
ত্যক্ত্বা সর্ব্বং প্রযত্নেন পুনগ্রাহ্যং যথাবিধি।।" ইতি।

গুরু যদি দোষযুক্ত হয়। কিম্বা মহাপাতকগ্রস্ত হয়। কিম্বা দেবতা নিন্দক (অর্থাৎ নাস্তিকাচার পরায়ণ) হয়। আর মন্ত্রও যদি অনুচ্চারণীয় হয়, কিম্বা শত্রুগেহ গত হয়। কিম্বা অসংস্কৃত, কিম্বা অবিধি দীক্ষা পূর্ব্বক প্রদত্ত হইয়া থাকে। সেই সমস্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক তাদৃশ সদ্ গুরুর নিকট পুনশ্চ মন্ত্র গ্রহণ করিবে।

ইত্যাদি শাস্ত্র দ্বারা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, যদি শাস্ত্রাদি নিয়মানুসারে যথাযোগ্য গুরুর

নিকট যথার্থ মন্ত্র গ্রহণ করিয়াও স্বেচ্ছামতে পরিত্যাগ করে, তাহা হইলেই দোষ হইবে। নচেৎ পূর্ব্বোক্ত কারণে শাস্ত্রানুসারে দোষ হইবে না।

এক্ষণে দীক্ষার ভেদ কথিত হইতেছে।

ক্রিয়াবতী প্রভৃতি ভেদে দীক্ষা চারি প্রকার হয়।

হরিভক্তি বিলাসে টীকাধৃত শারদা-
তিলকে। যথা,

"চতুর্ব্বিধা সা সন্দিষ্টা ক্রিয়াবত্যাদি ভেদতঃ।
ক্রিয়াময়ী বর্ণময়ী কলাত্মা বেধময্যপি॥" ইতি।

ক্রিয়াবত্যাদি ভেদে দীক্ষা চারি প্রকার। ক্রিয়াময়ী (১) বর্ণময়ী (২) কলাত্মা (৩) ও বেধময়ী (৪) এই চারি প্রকার ভেদ হইয়া থাকে। কিন্তু ইহাদের প্রত্যেকের লক্ষণ, ও প্রকার সকল বিস্তার পূর্ব্বক লিখিতে হইলে বহু বিস্তার হইবে। অতএব উহা এস্থলে লিখিত হইল না।

এইরূপে উপযুক্ত আচার্য্য যথাযোগ্য শিষ্যকে পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে যথাযোগ্য সময়াদিতে

মন্ত্র প্রদান করিবেন। পূজা হোম অভিষেকাদি এবং মন্ত্র প্রদান বিষয়ে, যে যে নিয়মে পূজাদি করিতে হয়, তাহা মূল গ্রন্থ হইতে দেখিয়া পদ্ধতি অনুসারে আচার্য্য সম্পন্ন করিবেন। উহা অতি বিস্তৃত ও রহস্য এই নিমিত্ত এস্থলে উদ্ধৃত হইল না। এইরূপ মন্ত্র দানানন্তর পঞ্চরাত্রোক্ত যে সকল সময় তাহাও আচার্য্য শ্রবণ করাইবেন। ফলতঃ এই নিয়মে মন্ত্র গ্রহণ করিলে শুভ ফল প্রসব হইবে তাহার সন্দেহ নাই॥ ওঁ

ইতি সমাপ্তোঽয়ং গ্রন্থঃ।